Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

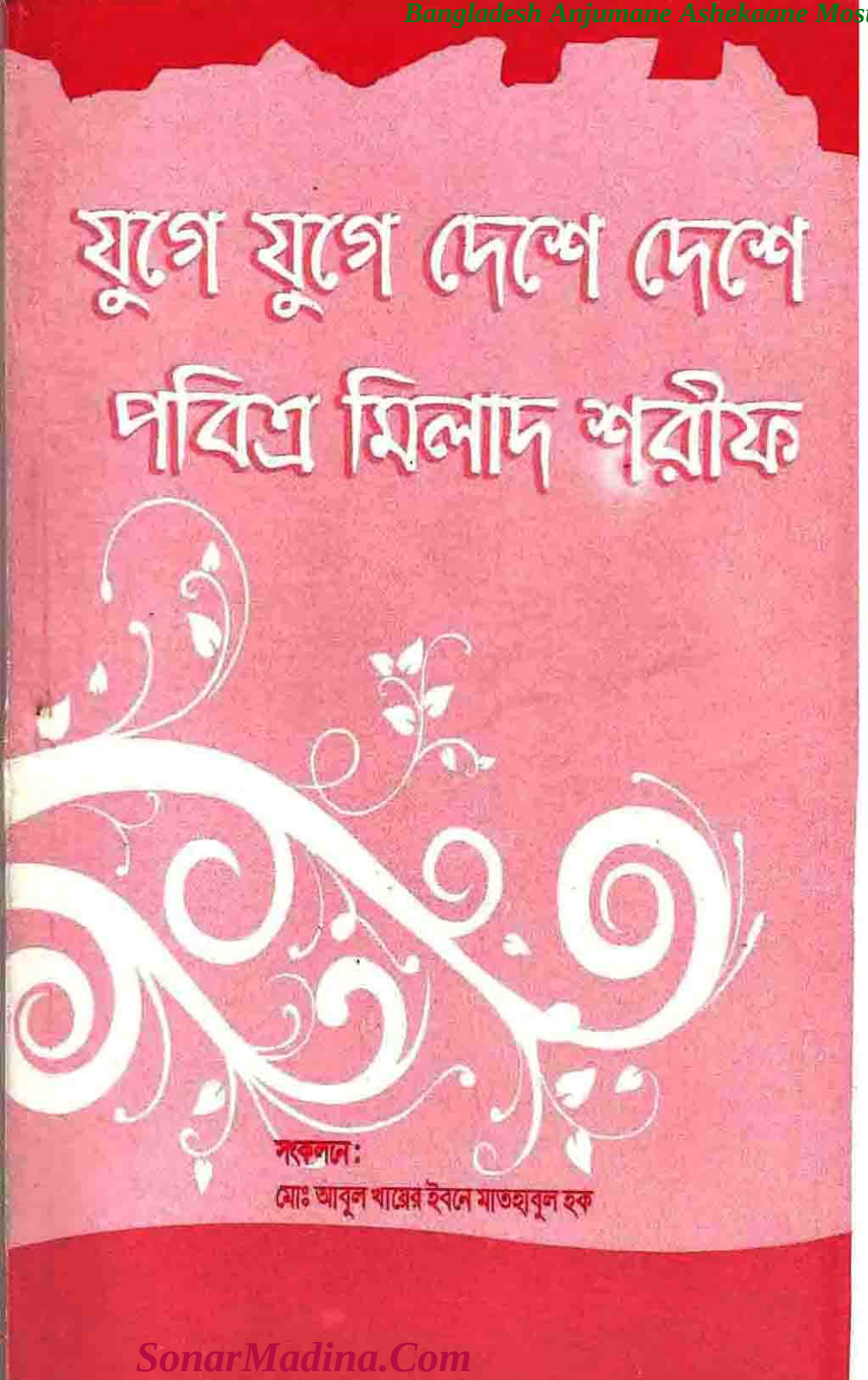

যুগে যুগে দেশে দেশে পবিত্র মিলাদ শরীফ

সংকলনে

মাও. আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক

আরো বই পেতে ভিজিট করুন
SonarMadina.Com

প্রকাশনায়
আল-আমিন প্রকাশন
জনতা মার্কেট -বিয়ানীবাজার, সিলেট।

SonarMadina.Com

Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

যুগে যুগে দেশে দেশে পবিত্র মিলাদ শরীফ
সংকলক
মো. আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক

প্রকাশনায়-
আল-আমিন প্রকাশন
জনতা মার্কেট, বিয়ানীবাজার, সিলেট।
০১৭২২১১৫১৬১

প্রথম প্রকাশঃ জুলাই ২০১২ইং

কম্পিউটার কম্পোজ
মিডিয়া ফেয়ার
কলেজ রোড, বিয়ানীবাজার, সিলেট।

মুদ্রণে
কলম প্রিন্টিং প্রেস
৮১/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

হাদিয়া-৭০ টাকা (মাত্র)

পরিবেশনায়:

রশিদ বুক হাউস
বাংলাবাজার, ঢাকা
মোহাম্মাদীয়া কুতুবখানা-
আল মদীনা কুতুবখানা-
চট্টগ্রাম

সুচি পত্র

সাহাবী, তাবেয়ী ও তবে তাবেীগণের যুগে মীলাদ শরীফ	৭
করূনে ছালাছার পর মীলাদ শরীফ	১০
যুফার আল মাক্কি (রহঃ)	১১
ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ)	১২
আল্লামা ইবনে যাওযী (রহঃ)	১৩
আবু শামাহ (রহঃ)	১৪
ইমাম জাফর আত্তাজামনুতী আশ-শাফেয়ী (রহঃ)	১৫
পাশ্চাত্য দুই ফকীহ ঃ	১৬
ইমাম ইবাদ আন নাফিজি (রহঃ)	১৭
শায়খুল ইসলাম বালকিনি (রহঃ)	১৮
ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (রঃ)	২১
আবুল ফজল আসকালানী (রহঃ)	২২
ইমামুল কুররা আল জাজরী শাফেয়ী (রহঃ)	২৪
নাসির উদ্দিন আদ দিমাস্কী (রহঃ)	২৫
ইমাম কামাল আদফায়ী (রহঃ)	২৬
ইমাম শামসুদ্দিন আয- যাহাবি (রহঃ)·	২৭
ইমাম বুরহানুদ্দীন বিন জুমায়া (রহঃ)	৩০
ইমাম জৈনুদ্দীন বিন রজব আল্ হাম্বলী (রহঃ)	৩১
ইবনে বতুতা (রহ.)	৩২
লিছান উদ্দীন ইবনে খতিব তিলমিছানী (রহঃ)	৩৪
হাসান ওয়াজানী (রহঃ)	৩৫
মদিনা শরীফের ইতিহাস আত্-তুহফাতুল লতীফিয়া	৩৬
ইমাম যুরকানী (রহঃ) (রহঃ)	৩৭
আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)	৩৯
ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)	৪০
ইমাম আবু যারআ আল ইরাকী (রহঃ)	৪১
ইমাম ইবনে হাজর কস্তুলানী (রহঃ)	৪২
ইমাম মুহাম্মদ বিন যারাল্লাহ বিন যহিরা (রহঃ)	৪২

SonarMadina.Com
Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

শায়খ ইসমাঈল হাক্কী (রহঃ)	৪৩
শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দীছে দেহলবী (রহঃ)	৪৪
শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ)	৪৫
শাহ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দীসে দেহলবী (রহঃ)	৪৬
দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া	৪৮
দারুল উলুম দেওবন্দে ফতোয়া	৫১
দেশে দেশে মিলাদ	৫৫
মিসর ও সিরিয়া বাসীর মিলাদ	৫৫
স্পেন ও পাশ্চাত্য দেশে মীলাদুন্নবী	৫৬
মক্কা বাসীর মীলাদ মাহফীল	৫৭
মদীনা বাসীর মীলাদ মাহফীল	৫৮
কিয়ামের দলীল	৫৯
	৬৩
মিলাদ শরীফ সম্পর্কে যারা গ্রন্থ প্রনয়ন ও ফতওয়া দিয়েছেন	

ভূমিকা

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

আমি মহান আল্লাহ পাকের নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

بسم الله الرحمن الرحيم

আমি মহান আল্লাহ পাকের নামে আরম্ভ করতেছি, যিনি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু।

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ {١٢٨} فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ {١٢٩}

নিশ্চয় তোমাদের নিজেদের মধ্যে হতে তোমাদের নিকট এমনি একজন রাসুল আগমন করেছেন যার নিকট তোমাদের বিপদাপন্ন হওয়া বড়ই অসহ্য তিনি তোমাদের অতিশয় হিতাকাঙ্খী। বিশ্বাসীগণের প্রতি অত্যাধিক স্নেহশীল করুণা প্রায়ণ।

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً

নিশ্চয় মহান আল্লাহ পাক ও তাঁর ফেরেস্তাগণ হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি রহমত করতেছেন। হে মুমিনগণ তোমরাও হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দুরূদ পড় এবং যথাযথ ভাবে সালাম জানাও।

اللهم صل على محمد و على اله وسلم–

হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শান, সৃষ্টি, জন্মকালিন বিস্ময়কর মোজেজা, তাঁর প্রতি দাড়িয়ে নাত, সালাত ও সালাম (যা ফেরেস্তাগন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওদ্বায়ে পাকে পৌছে দেন। যারা রাওদ্বা শরীফ দেখেছেন তারা অন্তরের মধ্যে রওদ্বা শরীফের উপস্থিতি লক্ষ্য করে সালাত ও সালাম) দেয়া। এ আমলকে প্রচলিত মীলাদ শরীফ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। যুগে যুগে দেশে দেশে পবিত্র মিলাদ শরীফ পাঠের ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপন করার ক্ষুদ্র প্রয়াস। এ উপস্থাপনায়, কম্পিউটার প্রুফ সংশোধন জনিত ত্রুটি বিচ্যুতি যদি থেকে থাকে তবে তা পরর্বতী সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইনসাআল্লাহ।

মো: আবুল খায়ের
ইটাউরী - বড়লেখা
মোলভী বাজার
০৭-০৭-০১২

SonarMadina.Com

Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

সাহাবী, তাবেয়ী ও তবে তাবেীগণের যুগে মীলাদ শরীফ

হাদীস এবং সিরাতের কিতাবসমূহে এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে, যার দ্বারা স্পষ্টতঃ জানা যায় যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মবৃত্তান্ত এবং শান ও মান স্বয়ং তিনি তদীয় সাহাবায়ে কেরাম কখনো বা ঘটনাক্রমে আবার কখনো সমাবেশ ডেকে বর্ণনা করেছেন, যার কতিপয় বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলোঃ

عن ابى هريرة رضى لبيه عنه قال بعثت من خير قرون بنى ادم قرنا فقرنا حتى كنت من القر الذى كنت فيه . (رواه البخارى)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন মানুষের সর্বোত্তম যামানাই আমার জন্ম প্রেরণ হয়েছে। আর যামানার মহাত্ম্য পর্যায় ক্রমে যুগের পর যুগ ধরে এসেছে। এমনকি যে যামানায় আমি জন্মগ্রহন করেছি, সে যামানাই সর্বোত্তোম যামানা। (বোখারী)

وعن واثلة بن الاسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الله اصطفى من ولد ابرهيم اسماعيل واصطفى من ولد اسماعيل بنى كنانة واصطفى من بنى كنانة قريشا واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفى من بنى هاشم .

হযরত ওয়াছেলা বিন আসক্বা (রাদ্বিঃ) বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, 'আল্লাহ তালা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর আওলাদের মধ্য থেকে ইসমাইল (আঃ) কে মনোনিত করেছেন, এবং ইসমাইল এর মধ্য হতে বনী কেনানাকে, বনী কেনানার মধ্য থেকে বনী হাশিমকে আর বনী হাশিমের মধ্যে থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন। (তিরমিযী)

وعن عبد المطلب بن ابى وداعة قال جاء العباس الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فكانه سمع شيئا فقام النبى الله صلى الله عليه و سلم فقال من انا فقالوا انت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ان الله

SonarMadina.Com

Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

خلق الخلق فجعلنى فى خير هم فرقة ثم جعلهم فرقتين فجعلنى فى خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلنى فى خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلنى فى خيرهم بيتا و خير هم نفسا (رواه الترمذى)

হযরত আব্বাস (রাদ্বিঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের উপর দাঁড়ালেন এবং বললেনঃ বল, আমি কে? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন, আপনি আল্লাহর রাসুল। তখন হুযূর এরশাদ করলেন আমি হলাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব। আল্লাহ তা'লা মাখলুক্বাত পয়দা করে উত্তমদের মধ্যে আমাকে রেখে আবার এদেরকে দু'ভাগে ভাগ করে আমাকে উত্তম ভাগে রাখলেন, আবার উক্ত উত্তম ভাগকে বিভিন্ন গোত্র বানিয়ে আমাকে উত্তম গোত্রে রাখলেন, তারপর উক্ত উত্তম গোত্রকে কয়েকটি খান্দান বানিয়ে আমাকে উত্তম খান্দানের মধ্যে রাখলেন, তাই আমি আমার সত্ত্বার দিক থেকেও সবার উত্তম এবং খান্দানের দিক থেকেও সবার চেয়ে উত্তম। (তিরমিযী)

ফক্বীহ আবুল লায়েছ তাম্বীহুল গাফিলীন কিতাবের মধ্যে স্বীয় মুত্তাছিল সনদের মাধ্যমে হযরত আলী (রাদ্বিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সুরা নসর নাযিল হওয়ার পর বৃহস্পতিবার দিবসে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহিরে তাশরীফ আনলেন এবং মিম্বরের উপর উপবেশন করে হযরত বিলাল (রাদ্বিঃ) কে ডেকে বললেন, "বিলাল, তুমি মদীনায় এলান করে দাও হুযূর পাক সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদেশ শ্রবণ করার জন্য সবাই যেন এসে সমবেত হয়। হযরত বিল্লাল (রাদ্বিঃ) এর এলান শুনে ছোট-বড় সবাই এসে জড় হলো হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম দাঁড়িয়ে আল্লাহর হামদ ও ছানা এবং আম্বিয়ায়ে কেরামদের উপর সালাত ও সালামের পর এরশাদ ফরমান, আমি হলাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম এবং আমি আরাবী, আমি হরমী, আমি মক্কী- আমার পর কোন নবী নেই। (আল কাউলুল মকবুল)

عن عائشة قالت كان رسول صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا فى المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم اوينا فح ويقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الله يويد حسان بروح القدس. ما نافح او فاخر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم.

হযরত আয়েশা (রাদ্বিঃ)হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হাসসান (রাদ্বিঃ) এর জন্য মসজিদে নববীতে মিম্বর স্থাপন করে দিতেন, যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত হাসসান (রাদ্বি) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৌরব গাঁথা এবং শান ও মান বর্ণনা করতেন। (বুখারী)

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه انه كان يحدث ذات يوم فى بيته وقائع ولادته صلى الله عليه وسلم لقوم فيستبشرون ويحمدون الله ويصلون عليه السلام فاذا جاء النبى صلى الله عليه وسلم قال حلت لكم شفاعتى

হযরত আবুল খাত্তাব বিন দেহইয়া তদীয় কিতাব আততানবীর ফী মাওলিদিল বাশীর ওয়ান নাযীর এর মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যেমন তিনি একদিন নিজ বাড়ীতে লোকজনের সম্মুখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম সময়কার ঘটনাবলী বর্ণনা করতেছিলেন এবং লোকজন খুশী হয়ে আল্লাহ তালার হামদ এবং হুযূর পাকের উপর দরূদ পাঠ করিতেছিলেন, এমনি সময় হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ আনলেন এবং ফরমালেনঃ حلت لكم شفاعتىঅর্থাৎ তোমাদের জন্য আমার সুপারিশ অনিবার্য হয়ে গেল।

عن ابى الدرداء رضى الله تعالى عنه مر مع النبى صلى الله عليه وسلم الى بيت عامر الانصارى وكان يعلم وقائع ولادة صلى الله عليه وسلم لابنائه وعشيرته ويقول هذا اليوم هذا اليوم فقال عليه الصلوة والسلام ان الله فتح لك ابواب الرحمة والملائكة كلهم يستغفرون لك من فعل فعلك نجاتك- اويحل بحالك-

উক্ত আততানবীর কিতাবেই হযরত আবুদ্দারদা (রাদ্বি) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে হযরত আমির আনসারীর ঘরে গেলেন এমন সময় হযরত আমির আনসারী তাঁর আওলাদ এবং গোত্রীয় লোকজনকে সমবেত করে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম সময়কার ঘটনা বর্ণনা করছিলেন, هذا اليوم هذااليوم অর্থাৎ আজই সেই

SonarMadina.Com
Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

দিন, আজই সেই দিন। তখন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান- 'আল্লাহ তা'লা তোমদের জন্য রহমতের দার উম্মোক্ত করে দিয়েছেন। এবং ফিরিস্তারা তোমাদের জন্য ইসতেগফার পড়ছেন, আর যে ব্যক্তি তোমাদের অনুরুপ কাজ করবে নাযাত পাবে।

হযরত খাদিজা বিনতে যায়েদ হতে বর্ণিত আছে যে, তাবেয়ীনদের একটি জামাত হযরত যায়েদ বিন ছাবিতের খেদমতে এসে আরজ করলেন, আমাদেরকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করুন। হযরত যায়েদ বলেন, কি বর্ণনা রাখবো, তিনি তো সকল বর্ণনা ক্ষমতা উর্ধ্বে অতঃপর কিছু বর্ণনা পেশ করেন। (শামায়েলে তিরমিযী)

হাদীস, ছিওর এবং ইতিহাস গ্রন্থ সমূহের মধ্যে এ ধরনের অনেক বর্ণনা রয়েছে। যেগুলোর দ্বারা জানা যায়, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম বৃত্তান্ত, শান মানের আলোচনা একটি ভালো ও পছন্দনীয় কাজ যা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বীয় বাণী ও আমল এবং সাহাবা তাবেয়ীদের আমল দ্বারা প্রমাণিত এবং এও জানা যায় যে, লোকজনের সমাবেশে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম সময়কার ঘটনাবলী এবং শান ও মান বর্ণনা করার প্রচলন তখনো ছিল। হ্যাঁ ক্বরূনে ছালাছার মধ্যে পরবর্তী জামানার মত উক্ত আলোচনার জন্য দাওয়াত জিয়াফত, শিরনী বিতরণ এবং নানা ধরনের ছদক্বা খয়রাতের প্রচলন ছিল না, ক্বরূনে ছালাছার পর উলামা- মাশায়েখ নেক নিয়তের ভিত্তিতে উক্ত কাজগুলোর মূলতঃ মুবাহ এবং ভালো কাজগুলো বৈধ এবং ভালো হওয়ার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

নিম্ন উল্লেখিত উলামা- মুহাদ্দিসগণের ফতোয়া ও বাণী সমূহের দ্বারা এ কথাটি দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

করূনে ছালাছার পর মীলাদ শরীফ

ইতিহাস এবং সীরাতের কিতাবাদিতে উল্লেখ রয়েছে যে, হিজরী সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে সর্বপ্রথম মাওছিল শহর এবং এক বুযুর্গ হযরত শায়েখ ওমর বিন মুহাম্মদ মীলাদ শরীফের জন্য মাহফিলের ব্যবস্থাপনার সূচনা করেন এবং তাঁরই অনুকরণে ইরবলের বাদশা "মালিক মুজাফফার আবু সাঈদ" মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করেন। যেমন ইমাম নববীর উস্তাদ হাফিজে হাদীস শিহাব উদ্দীন বিন ইসমাঈল আবু শামা তাঁর কিতাব الباعث في انكار البدع والحوادث এর মধ্যে উল্লেখ করেন-

واول من فعل ذالك بالموصل الشيخ عمر بن محمد الملا احد الصالحين المشهورين وبه اقتدي في ذالك صاحب اربل رحمهم الله تعالى-(الباعث في انكار البدع والحوادث)

অর্থাৎ সর্বপ্রথম যিনি মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করেন, তিনি হচ্ছেন মাওছিলের একজন প্রখ্যাত বুযুর্গ মহাপন্ডিত শায়েখ উমর বিন মুহাম্মদ(৫৭০ হিজরী) এবং তাঁরই অনুসরণ করে ইরবলের বাদশাহ ও মাহফিলে মীলাদের আয়োজন করতেন। বাদশাহর উক্ত মাহফিলে মীলাদে সে জামানার উলামা-মাশায়েখ নির্দ্বিধায় শরীক হতেন। যেমন- ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) কিতাবে মধ্যে লিখেন -অর্থাৎ বাদশাহের উক্ত মাহফিলে উলামা মাশায়েখ নিঃসংকোচে উপস্থিত হতেন।

ইরবলের বাদশাহ অনেক গুরুত্ব সহকারে মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করতেন, এতে উলামা মাশায়েখ এবং আপামর মুসলিম জনসাধারণের মহাসমাগম হত, যার ফলে উক্ত মাহফিলের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ কারণে কোন কিতাবের মধ্যে উক্ত বাদশাহকেই মীলাদ মাহফিলের প্রথম আয়োজনকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

হুজ্জাতুদ্দীন ইমাম মুহাম্মদ বিন যুফার আল মাক্কি (রহঃ) (৪৯৭-৫৬৫হিজরী)

اہل محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں دعوتِ طعام منعقد کرتے آئے ہیں۔ قاہرہ کے جن اصحابِ محبت نے بڑی بڑی ضیافتوں کا انعقاد کیا ان میں شیخ ابو الحسن بھی ہیں جو کہ ابن قفل قدس اللہ تعالی سرہ کے نام سے مشہور ہیں اور ہمارے شیخ ابو عبد اللہ محمد بن نعمان کے شیخ ہیں۔ یہ عمل مبارک جمال الدین عجمی بمذانی نے بھی کیا اور مصر میں سے یوسف حجار نے اسے بہ قدر وسعت منعقد کیا اور پھر انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو (خواب میں (دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوسف حجار کو عمل مذکور کی ترغیب دے رہے تھے۔[-"صالحي، سبل الهدي

SonarMadina.Com

Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

والرشاد في سيرة خير العباد صلي الله عليه وآله وسلم ، ١ : ٣٦٣]

হুজ্জাতুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন যুফার আল মাক্কি (রহঃ) (১১০৪-১১৭০খ্রীঃ) আদ্দুররুল মুনাজ্জাম গ্রন্থে পবিত্র মীলাদ শরীফ সর্ম্পকে বলেন যে আহলে মহব্বত হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মীলাদের খুশীতে খানাপিনার আয়োজন করে আসছেন। কাহেরার (মিসরের) যে সকল আহলে মহব্বত ব্যক্তিত্ব বড় বড় যিয়াফতের আয়োজন করেছেন তাদের মধ্যে শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) অন্যতম। যিনি ইবনে কুফুল কুদ্দিসা সিররুহ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি আমাদের শায়খ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন নুমান এর উস্তাদ। এই বরকতময় আমল জামাল উদ্দীন আজমী হামদানীও করেছেন। মিসরে ইউছুফ হাজ্জার এই অনুষ্ঠানকে বিস্তৃত আকারে উদযাপন করেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাসাদ ফী সিরাতি খাইরীল ইবাদ ৩৬৩)

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ) ৫১০-৫৯৭

৪র্থ যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস প্রসিদ্ধ রিজাল শাস্ত্রবিদ মওজুআতের সংকলক, জামিউল মাসনাদিল আল আলকাব এর মুছান্নিফ আবুল ফরজ আব্দুর রহমান বিন আলী বিন বিন মাহমুদ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদী কুরাইশী হাম্বলী বাগদাদী (রহ) ৫১০-৫৯৭ হিজরী তার রচিত মীলাদ শরীফের গ্রন্থ হলো (১) বয়ানু মীলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (২) মাওলিদুল উরূস। তিনি পবিত্র মীলাদ শরীফ সর্ম্পকে লিখেন-

وقد بسط الكلام فى ترغيب مولد النبى صلى الله عليه وسلم قال فلا زال اهل الحرمين الشريفين والمصر واليمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب يحتفلون بمجلس مولد النبى صلى الله عليه وسلم يفرحون بقدوم هلال ربيع الاول ويغتسلون ويلبسون بالثياب الفاخرة ويتزينون بانواع الزينة ويتطيبون ويكتحلون وياتون بالسرور فى هذا الايام ويبذلون على الناس بما كان عندهم من المضروب والاجناس ويقيمون اهتماما بليغا على السماع والقرأة لمولد النبى صلى- الله عليه وسلم وينالون بذالك اجرا جزيلا وفوزا عظيما ومما جرب عن

ذالك انه وجد فى ذالك العام كثرة الخير والبركة مع السلامة والعافية وسعة الرزق وازدياد المال والاولاد والاحفاد ودوام الامن فى البلاة والا مصار والسكون والقرار فى البيوت والدار ببركة مولد النبىٔ صلى الله عليه وسلم-

পবিত্র মক্কা মদীনার অধিবাসীরা এবং মিশর, ইয়ামেন, সিরিয়া ও পূর্ব-পশ্চিমের আরবীয় শহরগুলোতে জনসাধারণ হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিনে মজলিসে সমবেত হয়। তারা রবিউল আউয়াল মাসের চন্দ্র উদয় হলে খুব খুশি হয়। তারা মনের খুশীতে গোসল করে, উত্তম পোষাক পরিধান করে, নানা প্রকার সাজে সজ্জিত হয়, আতর ও সুগন্ধি ব্যবহার করে ও চোখে সুরমা লাগায়। আর ঐ দিনে তারা খুব আনন্দ উপভোগ করে। তারা নিজেদের কাছে টাকা পয়সা, জিনিস পত্র সম্ভাব্য যা কিছু আছে তা গরীব মিসকীনদের দান করে। আর মীলাদ শরীফ শোনার জন্য খুব আড়ম্বর পূর্ণ ব্যবস্থা করে। এ কাজের জন্য তারা বিরাট পুণ্য লাভ করে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়। যেমন বাস্তব অবস্থা থেকে জানা যায় যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিলাদ অনুষ্টানের বরকতে ঐ বছর বিপুল পরিমানে খায়র বরকত, শান্তি-নিরাপত্তা, সুস্থতা, জীবিকার প্রাচুর্যতা এবং ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে প্রবৃদ্ধি হওয়া, শহরে বন্দরে শান্তি-নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা এবং বাড়ি ঘরে শান্তি ও আরাম বিরাজমান থাকে। (বয়ানুল মীলাদিন নাবাভিয়্যা আদদুররুল মুনাজ্জাম)

আল্লামা ইবনে যাওযী (রহঃ) আর বলেন

وجعل لمن فرح بمولده حجابًا من النار وسترًا، ومن أنفق في مولده درهمًا كان المصطفيٰ صلي الله عليه وآله وسلم له شافعًا ومشفعًا، وأخلف الله عليه بكل درهم عشرًافيا بشري لكم أمة محمد لقد نلتم خيرًا كثيرًا في الدنيا وفي الأخري. فيا سعد من يعمل لأحمد مولدًا فيلقي الهناء والعز والخير والفخر، ويدخل جنات عدن بتيجان درّ تحتها خلع خضرًا

আল্লামা ইবনে যাওযী (রহঃ) 'মাওলিদুল আরুছ' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ এবং প্রত্যেক ওই ব্যক্তি যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মীলাদের উপর খুশী হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা

SonarMadina.Com

Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

(এই খুশিকে) তার জন্য আগুন হতে নিরাপদ থাকার জন্য হিজাব এবং ঢাল বানিয়ে দিয়েছেন এবং যে ব্যক্তি মাওলুদে মোস্তফা (সাঃ) এর জন্য এক দেহরাম খরচ করেছে, তবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার জন্যে শাফি এবং মোশাফফা (সুপারিশকারী ও যার সুপারিশ মকবুল) হয়ে যাবেন এবং আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকটি দেহরামের বিনিময়ে তাকে দশ দেহরাম দান করবেন।

হে উম্মতে মুহাম্মদিয়া! তোমার জন্য খোশখবরী যে, তুমি দুনিয়া এবং আখেরাতে অসংখ্য উত্তম কল্যাণ হাসিল করেছ। সুতরাং যে কেউ আহমদ মুজতাবা (সাঃ)-এর মীলাদের জন্য কোনও কাজ করে, তাহলে সে সৌভাগ্যশালী, সুসম্মানধারী, কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করে এবং সে জান্নাতের বাগিচাসমূহে মতিখচিত তাজ এবং সবুজ পোশাক পরিহিত অবস্থায় প্রবেশ করবে। [(১) ইবনে যাওযী ঃ মালাদুল আরূছ ঃ পৃষ্টা ১১)]

হাফিজুল হাদীস ইমাম আবু শামাহ (রহঃ) ৫৯৯-৬৬৫ হিজরী

হাফিজুল হাদীস ইমাম মুহাম্মদ আব্দুর রহমান ইবনে ইসমাইল ওরফে আবু শামাহ (রহঃ) ৫৯৯-৬৬৫ হিজরী

ومن أحسن ما ابتدع في زماننا من هذا القبيل ما كان يفعل بمدينة اربل جبرها الله تعالى كل عام في اليوم الموافق ليوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات والمعروف واظهار الزينة والسرور فان ذلك مع ما فيه من الاحسان الى الفقراء مشعر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وجلالته في قلب فاعله وشكرا لله تعالى على ما من به من ايجاد رسوله الذي أرسله رحمة

আমাদের যামানায় প্রতি বছর আরবিল শহরে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম দিনে যা কিছু নতুন কর্ম করা হয় তাও বিদআতে হাসানার অন্তর্ভুক্ত কাজ। এদিনের অনুষ্টানে গরীব লোকদেরকে দান সদকা করা হয়। আর সাজ সজ্জা ও আনন্দ প্রকাশ খুশী করা হয়। কেননা এ কাজ দ্বারা গরীব ও অভাবী লোকদের উপকার করা হয় এবং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মহব্বত প্রদর্শন করা ও তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। এ অনুষ্টান দ্বারা হযরত নবী হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

মহত্ব ও বুযুর্গী আয়োজকদের অন্তকরনে নিবদ্ধ হয়। আর আল্লাহ তায়ালা যে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাহমাতুললিল আলামীন রুপে প্রেরন করে আমাদের প্রতি বিরাট ইহসান করেছেন, সে জন্য বিরাট শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করা হয়। (আদদুররুল মুনাজ্জাম)

ইমাম জহির উদ্দিন জাফর আত্তাজামনুতী আশ-শাফেয়ী (মৃত্যু ১২৮৩ খ্রীঃ)

هذا الفعل لم يقع في الصدر الأول من السلف الصالح مع تعظيمهم وحبهم له إعظاماً ومحبة لا يبلغ جمعنا الواحد منهم ولا ذرة منه، وهي بدعة حسنة إذا قصد فاعلها جمع الصالحين والصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله وسلم وإطعام الطعام للفقراء والمساكين وهذا القدر يثاب عليه بهذا الشرط في كل وقت.

محافل میلاد کے انعقاد کا سلسلہ پہلی صدی ہجری میں شروع نہیں ہوا اگرچہ ہمارے آسلاف صالحین عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر سرشار تھے کہ ہم سب کا عشق و محبت ان بزرگانِ دین میں سے کسی ایک شخص کے عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہنچ سکتا۔ میلاد کا انعقاد بدعتِ حسنہ ہے، اگر اس کا اہتمام کرنے والا صالحین کو جمع کرنے، محفل درود و سلام اور فقراء و مساکین کے طعام کا بندوبست کرنے کا قصد کرتا ہے۔ اس شرط کے ساتھ جب بھی یہ عمل کیا جائے گا موجبِ ثواب ہوگا۔"صالحي، سبل الهدي والرشاد في سيرة خير العباد صلي الله عليه وآله وسلم ، ١ : ٣٦٤

মাহফিলে মীলাদ অনুষ্ঠানের সিলসিলা হিজরী প্রথম শতাব্দীতে আরম্ভ হয়নি। যদিও আমাদের পূর্ববর্তীকালে পূণ্যবান লোকদের রাসূল (সাঃ)-এর প্রেম ও প্রীতি এতই অধিক ছিল যে, আমাদের সকলের মহব্বত ও ভালবাসা সেই বুজুর্গানের দ্বীনের মধ্য হতে কোন একজনের নবী প্রেমের সমপর্যায়ে পৌঁছুতে পারে না। তবুও মীলাদ অনুষ্ঠানের আয়োজ করা 'বেদায়াতে হাসানা' অর্থাৎ উত্তম ও পূণ্যধর্মী বেদায়াত। যদি এই অনুষ্ঠানের আয়োজনকারী পূণ্যবান লোকদের জড় করা, দুরূদ ও সালামের মাহফিলের বন্দোবস্ত করা, গরীব-মিসকীনদের খাদ্যের ব্যবস্থা করার উদ্যেশে তা করেন, তাহলে এতে যা কিছু সম্পূরক আমল করা

SonarMadina.Com Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

হোক না কেন, তার সব কিছু সওয়াব ও পূণ্য লাভের পরিচায়ক হবে। (১) সালেহী ; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ (সাঃ), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬৪]

পাশ্চাত্য দুই ফকীহ ঃ আবুল আব্বাছ (রহ.) অফাৎ -৬৩৩ হিজরী ও আবুল কাছিম (রহ.) অফাৎ ঃ ৬৭৭ হিজরী

من علماء المغرب الفقيهان العالمان الأميران أبو العباس (مات سنة ٦٣٣) وابنه أبو القاسم (مات سنة (.٦٧٧ العزفيان السَّبْتِيان

وهما من الأئمة كما قال صاحب المعيار ج١١ ص٣٧٩. فأما الأول فقد قال عنه ابن حجر في تبصير المنتبه ج١ ص٢٥٣: كان زاهدًا إمامًا مفنّنًا مُقْتِيًّا أَلَّفَ كتاب المولد وجوّده مات سنة ٦٣٣

. وأمّا الثاني فقد قال عنه الزركلي في الأعلام ج٥ ص٢٢٣: كان فقيها فاضلا, له نظم أكمل الدر المنظم , في مولد النبي المعظّم من تأليف أبيه أبى العباس بن أحمد. مات سنة .٦٧٧ ومما جاء في كتابهم في كتاب الدر المنظم والذي لم ير سبيله إلى النشر) :كان الحجاج الأتقياء والمسافرون البارزون يشهدون أنه في يوم المولد في مكة لا يتم بيع ولا شراء كما تنعدم النشاطات ما خلا وفادة الناس إلى هذا الموضع الشريف. وفي هذا اليوم أيضاً تفتح الكعبة وتزار(.

পাশ্চাত্য দুই ফকীহ ঃ আবুল আব্বাছ (রহ.) অফাৎ -৬৩৩ হিজরী ও আবুল কাছিম (রহ.) অফাৎ ঃ ৬৭৭ হিজরী -

তারা উভয়েই সমসাময়িক আলেম সমাজে বহুল পরিচিত ও গ্রহণ যোগ্য আলেম ছিলেন।

আবুল আব্বাছ (রহ.) ছিলেন ইমাম ও মুফতি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

*তাফসীরুল মুনতাবিহ পৃঃ২৫৩ খন্ড ১।

*ছাহেবুল মি'আর পৃঃ ৩৭৯ খন্ড ১১। আল-আলাম পৃঃ ২২৩ খন্ড ৫।

তিনি মাওলিদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়ে একখানা কিতাব রচনা করেছেন। আবুল কাসেম (রহ.) একজন বিখ্যাত ফিকহ শাস্ত্রবিদ ছিলেন। তিনি আকমালুদ্দুর বিল মুনাযযম ফি মাওলিদিন নবীইয়্যিল আযম নামে একখানা কিতাব রচনা করেছেন।

এ কিতবে বর্ণিত আছে যে, হাজীগন, মুক্তাকীগন, ও মুসাফিরগন সকলেই মিলাদ শরীফের মাহফিলে উপস্থিত হতেন। এমনকি মাহফিলে মিলাদের সময়ে মক্কাশরীফের বাজারে বেচা কেনা বন্ধ হয়ে যেত। বাজারে কোন ক্রেতাই থাকতনা। সকলেই মাহফিলে উপস্থিত হয়ে যেত। এবং এদিন এবং কাবা শরীফের দরজা খোলা হত ও জনতা তা দর্শনে আত্মতিপ্তি লাভ করত।

ইমাম মুহাম্মদ বিন আবি ইসহাক বিন ইবাদ আন নাফিজি মৃত্যু ৭৩৩/৮০৫ হিজরী

.الإمام محمد بن أبي إسحق بن عباد النفزي (٧٣٣هـ-٨٠٥هـ)

، ففي كتاب "المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب (٢٧٨/١١) ما نصه:

)وسئل الولي العارف بالطريقة والحقيقة أبو عبد الله بن عباد رحمه الله ونفع به عما يقع في مولد النبي صلى الله عليه وسلم من وقود الشمع وغير ذلك لأجل الفرح والسرور بمولده عليه السلام.

فأجاب :الذي يظهر أنه عيد من أعياد المسلمين، وموسمٌ من مواسمهم، وكل ما يقتضيه الفرح والسرور بذلك المولد المبارك، من إيقاد الشمع وإمتاع البصر، وتنزه السمع والنظر، والتزين بما حسن من الثياب، وركوب فاره الدواب؛ أمر مباح لا ينكر قياساً على غيره من أوقات الفرح، والحكم بأن هذه

SonarMadina.Com

Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

الأشياء لا تسلم من بدعة في هذا الوقت الذي ظهر فيه سر الوجود، وارتفع فيه علم العهود، وتقشع بسببه ظلام الكفر والجحود، يُنْكَر على قائله، لأنه مَقْتٌ وجحود

وادعاء أن هذا الزمان ليس من المواسم المشروعة لأهل الإيمان، ومقارنة ذلك بالنيروز والمهرجان، أمر مستثقل تشمئز منه النفوس السليمة، وترده الآراء المستقيمة.(

ইমাম মুহাম্মদ বিন আবি ইসহাক বিন ইবাদ আন নাফিজি মৃত্যু ৭৩৩/৮০৫ হিজরী আল মি'আরুল মাগরিব ও আল জামিউল মাগরিব গ্রন্থদ্বয়ে আফ্রিকাবাসী স্পেনবাসী উলামা গনের ফতওয়ায় ২৭৮ পৃ: ১১তম খন্ডে বর্ণিত আছে যে, প্রখ্যাত ওলি ও বিশিষ্ট আলেম আবু আব্দিল্লাহ বিন ইবাদ (রহ) কে মীলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠানে বাতি জ্বালালো ও খুশি প্রকাশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বলেন,

তা মুসলমানদের ঈদ সমূহের একটি ঈদ এবং তা মুসলামানদের উৎসব সমূহের একটি ঈদ এবং তা মুসলমানদের উৎসব সমূহের একটি। এ শুভ জন্ম দিনে উল্লাস ও উৎফুল্লতাই বাঞ্চনীয়। দৃষ্টির তৃপ্তিতে বাতি জালানো, শ্রবণ তৃপ্ততা গীতি কাব্য ও উত্তম পোষাক। পরিধান, অথবা ঘোড়দৌড়া তা অবশ্যই জায়েজ। কোন সন্দেহ নেই। স্বাভাবিক বিবেচনায় জায়েজ। অন্যান্য খুশীর চেয়ে তা অবশ্যই গুরুত্ববহ। তার হুকুম হচ্ছে: যেদিনে কুল কায়েনাতের গুপ্তভেদ প্রকাশিত হল- সে দিনের এসব খুশীর কখনো বিদ্আত হতে পারেনা। কেননা এদিনেই তো গুপ্ত কোন ভাণ্ডার উম্মোচিত হয়েছিল, নুরের জ্যোতি বিকরিত হয়েছিল, বাতিল ও কুফরের ধ্বজা অস্তানীত হয়েছিল। তাইতো মুমিনকে উজ্জীবিত হতে হয়, উৎফুল্ল হতে হয়। যার অন্তরে যাদের রয়েছে বিদ্বেষ তারাই হয় মর্মাহত।

শায়খুল ইসলাম সিরাজ উদ্দীন বালকিনি (রহঃ) মৃত্যু ৭২৪ হিজরী।

شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني ٧٢٤)

قال العلامة المقريزي في كتابه "المواعظ والاعتبار" ج٣ ص١٦٧

فلما كانت أيام الظاهر برقوق عمل المولد النبويّ بهذا الحوض في أوّل ليلة جمعة من شهر ربيع الأول في كلّ عام فإذا كان وقت ذلك ضربت خيمة عظيمة بهذا الحوض وجلس السلطان وعن يمينه شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان بن نصر البلقيني ويليه الشيخ المعتقد إبراهيم برهان الدين بن محمد بن بهادر بن أحمد بن رفاعة المغربيّ ويليه ولد شيخ الإسلام ومن دونه وعن يسار السلطان الشيخ أبو عبد الله محمد بن سلامة التوزريّ المغربيّ ويليه قضاة القضاة الأربعة وشيوخ العلم ويجلس الأمراء على بعد من السلطان فإذا فرغ القراء من قراءة القرآن الكريم قام المنشدون واحدًا بعد واحد وهم يزيدون على عشرين منشدًا فيدفع لكل واحد منهم صرّة فيها أربعمائة درهم فضة ومن كلّ أمير من أمراء الدولة شقة حرير فإذا انقضت صلاة المغرب مدّت أسمطة الأطعمة الفائقة فأكلت وحمل ما فيها ثم مدّت أسمطة الحلوى السكرية من الجواراشات والعقائد ونحوها فتُؤكل وتخطفها الفقهاء ثم يكون تكميل إنشاد المنشدين ووعظهم إلى نحو ثلث الليل فإذا فرغ المنشدون قام القضاة وانصرفوا وأقيم السماع بقية الليل واستمرّ ذلك مدّة أيامه ثم أيام ابنه الملك الناصر فرج.(

শায়খুল ইসলাম সিরাজ উদ্দীন বালকিনি রহ মৃত্যু ৭২৪ হিজরী। আল্লামা মাকরিযি রচিত আল মাওয়াইজ ওয়াল ইতিবার পৃ: ১৬৭ খন্ডত ৩এ- দেখা যায়। এ ধরায় যখন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের দিনগুলি আসে, রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম শুক্রবার রাতে বিশাল শামিআন টানিয়ে এক ঝক ঝামক পূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। বাদশাহ ডানে ও বামে আসন গ্রহন করেন শায়খ সিরাজ উদ্দীন বিন উমর বিন রাসলান বিন নছর বালকিনি। তার পিছে সমাসীন হন শাখ মুতাকিদ ইবরাহীম বুরহান উদদীন বিন মুহাম্মদ বিন

SonarMadina.Com

Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

বাহাদুর বিন রিফাআ আল মাগরিবী, তার পেছনে বসেন শায়খুল ইসলামের ছেলে। অন্যনা বাদশাহ্‌র আস পাশে শায়খ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ বিন ছালামাহ তুজরী মাগরিবী ও তার পেছনে চার মাযহাবের কাজীগন ও অন্যান্য আলেম উলামা আসন গ্রহণ করেন। আমির উমরাহগণ এর পর বসতেন।

অতঃপর কুরআন শরীফ থেকে তেলাওয়াত শেষে কবি ও আবৃত্তিকারগণ একের পর এক নাআত পরিবেশন করতে থাকেন। ২০ জনের ও অধিক কবির সমাগম হত সর্বদা। কবিদের নানা উপহার দেয়া হত। শত শত দিরহামের থলে তাদের প্রতি ছুড়ে দেয়া হত। আমীর উমরাহ যে যত পারে মর্মে দান দিক্ষণা করতেন। এমত শুক্রবার সারাদিন চলত। শুক্রবার মাগরিবের নামাজ শেষে সকলের তরে ভোজনের আয়োজন করা হত। সুস্বাদু সকল প্রকার খাবারে সমাহার থাকত। মিষ্টি বিতরণ করা হত। অনুষ্ঠান অবীরত থাকত্ যখন আবৃত্তিকারের গাওয়া শেষ হত এবং রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হত তখন আমীর ওমরাগন ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরতেন। এমত রবিউল আউয়াল মাস সারাটি মাস নিরন্তর অনুষ্ঠান চলতে থাকতো। তদানীন্তন বাদশাহ ও তাঁর ছেলে মালিক নাসেরে আমলেও এরূপ হত। আনবাইল গুমার পৃঃ ৫৬২, খন্ড, ০২ ইবনে হাজার আসকালানী রহ।

في عهد الظاهر سيف الدين جقمق وقايت باي وبحضور الائمة والعلماء والقضاة من المذاهب الاربعة وإحتفال الناس قال السخاوي) وفيّ هذا الشهر (ربيع الأول ٨٤٥ ه في عهد السلطان جقمق(كان المولد السلطاني (المولد النبوي الشريف) على العادة ..

ثم قال ولا زال أهل الإسلام يحتفلون بيوم مولده صلى الله عليه وسلم ويعملون الولائم لذلك ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات ويظهرون السرور ويزيدون في المبرات ويعتنون

بقراءة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته فضل عميم.... قال ابن الجوزي ومما جرب من خواصه :أمان في ذلك العام وبرشى عاجلة بنيل البغية والمرام

ثم قال السخاوي (ولم يكن في ذلك إلا إرغام الشيطان وسرور أهل الإيمان لكفى

السيرة الحلبيةج ١ ص ٨٣ ــ ٨٤ وراجع تاريخ الخميس ج ١ ص٢٢٣

ইমাম ছাখাবী রহ. তার রচিত "সুলতান ঝকমক (৮৪৫হিঃ) এর আমলে রবিউল আউয়াল' গ্রন্থে বলেন, সুলতান সাইফুদ্দিন ঝকমক রেফায়েত বেগ এর যুগে মীলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান ও ইয়াওমে মীলাদুন্নবী স. উদযাপনে সকল আযহারের আলেম উলামা ও চার মাযহারের কারীগণ উপস্থিত হতেন। তিনি আরও বলেন সুলতানী মীলাদ শরীফ অর্থাৎ মীলাদুন্নবী স. এর মাহফিল অনুষ্ঠান ছিল চিরাচরিত এক প্রথা। সকল প্রকার আলেম উলামা ও সকল স্তরের মুসলিম জনতার মহা উল্লাশের এক বহিঃপ্রকাশ ছিল মীলাদুন্নবী স. এর মাহফিল।

অত:পর তিনি বলেন, কোন দিন-ই মুসলিম জনতা মীলাদুন্নবী স. উদযাপনে বিরত থাকেনি। তারা এদিনি খুবই আন্তরিকতার সাথে উদযাপন করত। আপ্যায়ন অনুষ্ঠান করত, দান খয়রাত করত। রাত সমূহ নানা প্রকার উত্তম কার্যকারীনী ও নফল ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত করত্ খুশী প্রকাশ, উত্তম আমল সমূহের সমাহার মীলাদ শরীফ অনুষ্ঠান ছিল এদিনের অন্যতম উত্তম কাজ। আল্লাম ইবনু জাওযী রহ. বলেন, এদিনে এসব কাজের বৈশিষ্ঠ হল. যে অনুষ্ঠান করবে সারাটি বছর সুখশান্তিতে বসবাস করবে এবং পরকালের জন্য অনেক কিছু আহরণ করে ফেলবে।

অত:পর ইমাম ছাখাবী রহ বলেন, এতে মুমীনের আত্মা পরিতৃপ্তি হয় ও শয়তানের আত্মা বন্ধ হয়। (সীরাতে হালাবিয়া খন্ড-১ পৃষ্ঠা ৮৩-৮৪, তারীকুল খানীছ খন্ড-১ পৃষ্ঠা ২২৩)

ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (রঃ)

৪র্থ যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস জলিলুল কদর গবেষক, তাফসীরে জালালাইন শরীফ ও তাফসীরে আদ দুররুল মানছুর, আল ইতকান মুছান্নিফ ইমাম আব্দুর রহমান বিন আবু বকর জালালুদ্দীন সূয়ুতী ৮৪৯-৯১১ হিজরী যিনি ৭৫ বার সপ্নযোগে সাইয়্যিদুল মুরছালিন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও জাগ্রত অবস্থায় ৩৫/২৫ বার সাক্ষাত লাভ করেছেন। তার অন্যতম রচনা হলো, মিলাদ বিষয়ক কিতাব হলো হুসনুল মাকসিদ ফি আমালিল মাওলুদ, যা ইমাম তাজ

SonarMadina.Com Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

উদ্দীন ফাকেহানী (রহ) এর মিলাদ বিরোধী কিতাব আল মাউরিদু ফিল কালামি আল আমলিল মাওলিদ المورد في الكلام على عمل المولد, এর প্রতি উত্তর।

والجواب : عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك هو من البدع الحسنة – التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والا ستبشار بمولده الشريف– (حسن المقصد فى عمل المولد)

উত্তর হচ্ছে মওলুদ শরীফের আমলের মূল কথা হচ্ছে, কিছু লোক একত্রিত হবে, কোরান শরীফ থেকে কিছু পাঠ করবে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের প্রারম্ভের কিছু ঘটনা অবতারণা করবে এবং যে সব অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে সে গুলো আলোচনা করবে। অতঃপর উপস্থিত সকলকে কিছু খাওয়াবে। আর এর চেয়ে বেশী কিছু করবেনা এটা হচ্ছে বিদআতে হাসানা যার প্রর্বতককে ছওয়াব প্রদাণ করা হবে। কারণ এতে রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহত্বের সম্মান, আনন্দ প্রকাশ তাঁর জন্মের শুভ সংবাদ প্রচার। (হুসনুল মাকসিদ ফি আমালিল মাওলিদ পৃষ্ঠা ৪১; আল হাবী লিল ফাতাওয়া পৃষ্ঠা ১৯৯, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাসাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ ১ম খন্ড ৩৬৭, হুজ্জাতুলল্লাহি আলাল আলামিন ফী মুজিজাতি সাইয়্যিদিল মুরসালিন, পৃষ্ঠা ২৩৬, আদদুররুল মুনাজ্জাম)

হাফিজুল হাদীস আবুল ফজল আহমদ বিন হাজর আসকালানী (রহঃ) ৭৭৩-৮৫২হিজরী

৪র্থ যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খুল ইসলাম হাফিজুল হাদীস আবুল ফজল আহমদ বিন হাজর আসকালানী (রহঃ) ৭৭৩-৮৫২হিজরী। সহীহ আল বুখারীর শ্রেষ্ট ভাষ্যকার 'সারে বুখারী' নামে প্রসিদ্ধ। তার রচিত মিলাদ বিষয়ক গ্রন্থ হলো "আল মাওলিদুল কাবীর" ।তিনি পবিত্র মীলাদ শরীফ সর্ম্পকে লিখেন-

وقد سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه: أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصاح من القرون الثلاثة ولكنها مع

ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها' فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا' قال: وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى' فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة ' ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة' والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة' وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم' وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء' ومن لم يلا حظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشهر' بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه' فهذا ما يتعلق بأصل عمله– (حسن المقصد فى عمل المولد৬৫)

শায়খুল ইসলাম হাফিজুল আছর আবুল ফজল আহমদ বিন হাজরকে মওলুদ শরীফের আমল ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেন মওলুদ শরীফের আমল মূলত: বিদআত। কারণ সলফে সালেহীন বা তিন যুগের কোন যুগে তার প্রচলন নেই। কিন্তু এতে কিছু ভাল ও মন্দ কাজের মিশ্রণ আছে। সূতরাং যদি মন্দ ছেড়ে ভাল এর উপর আমল করা হয় তবে এটা বিদআতে হাসানা হবে। নতুবা হাসানা হবেনা।

SonarMadina.Com

Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

তিনি বলেন- আমার মতে অনুষ্ঠানের আমল বা মুল আছে বা বুখারী/ মুসলিম শরীফে আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় তাশরীফ নিলেন তখন দেখতে পেলেন ইয়াহুদীরা আশুরার দিন রোজা রাখছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কেন রোজা রাখছ? তারা উত্তরে বলল ঐ দিন আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনকে ডুবিয়ে ছিলেন এবং হযরত মুসা (আঃ) কে মুক্তি দিয়েছিলেন। তাই আমরা এর শোকরিয়া স্বরূপ রোজা রাখি। আর এ থেকে আল্লাহর শোকরিয়া সরূপ ২ দিন রোজা রাখার প্রচলন করেছিলেন। আর এটা প্রতি বৎসর করতেন। আর আল্লাহর শোকরিয়া আদায় বিভিন্ন ভাবে হয়, যেমন- সিজদা করে, রোজা, ছদকা বা তিলাওয়াত দ্বারা। সূতরাং বলা যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবির্ভাব একটা বড় নেয়ামত এর চেয়ে বড় কোন নেয়ামত পৃথিবীতে নেই। সূতরাং বলা যায় উচিৎ হল একটি নির্দিষ্ট দিন বের করা যেখানে আশুরার মত হয়। আর এটাকে একটি আসল বলা যায়। (হুসনুল মাকসিদ ফি আমালিল মাওলিদ পৃষ্ঠা ৬৩, ৬৪। আল হাবি লিল ফাতাওয়া পৃষ্ঠা ১০৫, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাসাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ পৃষ্ঠা ১ম খন্ড ৩৬৬, শরহে মাওয়াহেবুল রাদুনিয়া বিলমানহিল মুহাম্মদীয়া ১ম খন্ড ২৬৩পৃষ্ঠা, আস সিরাতুন নাবাভিয়্যাহ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৫৪, হুজ্জাতুললাহি আলাল আলামিন ফী মুজিজাতি সাইয়্যিদিল মুরসালিন, পৃষ্ঠা ২৩৭ আদদুররুল মুনাজ্জাম)

ইমামুল কুররা আল হাফিজ আবুল খায়ের শামছ উদ্দিন বিন আব্দুল্লাহ্ আল জাজরী শাফেয়ী (রহঃ) ৬৭৩-৭৪৮ হিঃ

৪র্থ যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমামুল কুররা আল হাফিজ আবুল খায়ের শামছ উদ্দিন বিন আব্দুল্লাহ আল জাজরী শাফেয়ী (রহঃ) ৬৭৩-৭৪৮ হিঃ। আরফুত তায়রীফ বিল মওলিদিশ শরিফ গ্রন্থে লিখেন-

ثم رأيت إمام القراء الحافظ شمس الدين بن الجزري قال في كتابه المسمى عرف التعريف بالمرلد الشريف ما نصه: قد رؤي أبو لهب بعد موته في النوم فقيل له ما حالك؟ فقال: في النارإلا أنه يخفف عني كل ليلة اثنين وأمص من بين أصبعي ماء بقدر هذا- وأشار لرأس أصبعه- وإن ذلك بإعتاقي لثويبة عندما بشرتني بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبارضاعها له' فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في

النار بفرحه ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ به فما حال المسلم الموحد من أمه النبي صلى الله عليه وسلم يسر بمولده ويبذل ما تصل أليه قدرته في محبته صلى الله عليه وسلم؟ لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله جنات النعيم- (حسن المقصد فى عمل المولد৬৬)

ইমামুল কুররা আল হাফিজ শামছ উদ্দিন বিন আল জাজরী তার কিতাব " উরফুত তারীফ বিল মাওলিদিশ শারীফ" গ্রন্থে বলেছেন- আবু লাহাবকে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখা হল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল তোমার খবর কি? সে বলল আমি দোজখে জ্বলতেছি কিন্তু প্রতি সোমবার রাতে আমার আঙ্গুলের ফাঁক চুষে তৃপ্তি লাভ করি এর কারণ হচ্ছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের খবর দেওয়ায় ছুওয়াইবিয়াকে আজাদ করার কারণে।

আমি বলব,{ইমাম সুয়ূতী (রহঃ)} আবু লাহাব একজন বড় কাফির। যার ব্যাপারে কোরআন শরীফ নাজিল হয়েছে তার নিন্দা জ্ঞাপন করে। সে যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের খবর শোনে খুশি হওয়ায় প্রতি সোমাবার একটু তৃপ্তি লাভ করে তবে আমরা উম্মত হয়ে তাঁর জন্মের শোকরিয়া কেন উপকৃত হবনা? (হুসনুল মাকসিদ ফি আমালিল মাওলিদ ৬৫, আল হাবি লিল ফাতাওয়া পৃষ্ঠা ১০৬ আদদুররুল মুনাজ্জাম মাওয়াহেব-জুরকানি ১ম ২৬০, হুজ্জাতুললাহি আলাল আলামিন ফী মুজিজাতি সাইয়্যিদিল মুরসালিন ২৩৭, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাসাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ পৃষ্ঠা ১ম খন্ড ৩৬৬)

হাফিজ শামছ উদ্দিন বিন নাসির উদ্দিন আদ দিমাস্কী ৭৭৭-৮৪২হিজরী

৪র্থ যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিজ শামছ উদ্দিন মুহাম্মদ বিন আবি বকর বিন আব্দুল্লাহ কাইছী শাফেয়ী আল মারুফ হাফিজ নাসির উদ্দিন আদদিমাস্কী ৭৭৭-৮৪২হিজরী। তার স্বরচিত মিলাদ বিষয়ক গ্রন্থ "মাওরিদুছ ছাদী ফী মাওলিদিল হাদী"। তিনি পবিত্র মীলাদ শরীফ সর্ম্পকে লিখেন-

وقال الحافظ شمس الدين ناصر الدين الدمشقي في كتابه المسمى مورد الصادي في مولد الهادي : قد صح أن أبا لهب يخفف عنه عذاب النار في مثل يوم الاثنين لإعتاقه ثويباة سروراً بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنشد: (حسن المقصد فى عمل المولد৬৬)

SonarMadina.Com

Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

جامع الآثار في مولد النبي المختار صلي الله عليه وآله وسلم (تين جلدو پر مشتمل) ٢. اللفظ الرائق في مولد خير الخلائق صلي الله عليه وآله وسلم ٣. مورد الصادي في مولد الهادي صلي الله عليه وآله وسلم

হাফিজ শামছ উদ্দিন বিন নাসির উদ্দিন আদ্‌দামাশ্‌কি তার কিতাব মাওরিদুশ শাদী ফী মাওলিদিল হাদী" গ্রন্থে বলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মের সুসংবাদ শোনে খুশী হয়ে ছুওয়াইবিয়াকে আযাদ করে দেওয়ায় আবু লাহাবের আজাব যদি হালকা হয় প্রতি সোমবারে (আর একথা শুদ্ধ) তবে আমরা কেন উপকৃত হবনা? অত:পর তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করেন- এই সেই কাফির যার নিন্দায় আয়াত নাযিল হয়েছে, স্থায়ী ভাবে সে দোজখে জ্বলছে। (হুসনুল মাকসিদ ফি আমালিল মাওলিদ পৃষ্ঠা ৬৬। আল হাবি লিল ফাতাওয়া পৃষ্ঠা ২০৬, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাসাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ পৃষ্ঠা ১ম খন্ড ৩৬৭, আস সিরাতুন নাবাভিয়্যাহ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৫৫৪, হুজ্জাতুলল্লাহি আলাল আলামিন ফী মুজিজাতি সাইয়্যিদিল মুরসালিন, পৃষ্ঠা ২৩৮)

ইমাম কামাল আদফায়ী এর অভিমত ৬৮৫ হিজরী

ইমাম কামাল উদ্দীন আবুল ফজল জাফর বিন সালাব বিন জাফর আল আদফায়ী ৬৮৫ হিজরী। তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ আস্তালিউস সায়িদুল জামিউলি আছমাইনুজাবা ইস সায়িদ এর মধ্যে তিনি পবিত্র মীলাদ শরীফ সর্ম্পকে লিখেন-

قال الكمال الأدفوي في الطالع السعيد: حكى لنا صاحبنا العدل نصر الدين محمود بن العماد أن أبا الطيب محمد بن إبراهيم السبتي المالكي نزيل قوص أحد العلماء العاملين كان يجوز بالمكتب في اليوم الذي فيه ولد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا فقيه هذا يوم سرور اصرف الصبيان فيصرفنا' وهذا منه دليل على تقريره وعدم إنكاره' وهذا الرجل كان فقيهاً مالكياً متفنناً في علوم متورعاً أخذ عنه أبو حيان وغيره ومات سنة خمس وتسعين وستمائة- (حسن المقصد في عمل المولد٦٦)

ইমাম কামাল আদফায়ী "আত্‌তালিউস্ সাইদ" এর মধ্যে বলেন নাসির উদ্দিন মাহমুদ বিন ইব্রাহীম আমাদেরকে বর্ণনা করেন যে, আবুত্ তাইয়িব মুহাম্মদ বিন সাবতি আল মালিকী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের রাত্রে জনৈক আলেমকে বলেন- হে ফকীহ্! ছোটদের জন্য কিছু খরছ করেন, তখন তিনি এটা করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি এটা অনুমোদন করেছেন, খোদাভীরু ও বিভিন্ন বিষয়ে পন্ডিত্ত ছিলেন। আবু হাইয়ান ও অন্যান্যরা তার কাছ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি মৃত্যু হন ৬৯৫ সনে। (হুসনুল মাকসিদ ফি আমালিল মাওলিদ পৃষ্ঠা ৬৬। আল হাবি লিল ফাতাওয়া পৃষ্ঠা ২০৬,, হুজ্জাতুলল্লাহি আলাল আলামিন ফী মুজিজাতি সাইয়্যিদিল মুরসালিন, পৃষ্ঠা ২৩৮ আদদুররুল মুনাজ্জাম)

ইমাম শামসুদ্দিন আয- যাহাবি ১৩৪৮ খ্রীঃ

ইমাম শামসুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিল ওসমান আয্‌যাহাবি (১২৭৪-১৩৪৮ খ্রীঃ) আলমে ইসলামীর বড় মুহাদ্দিসও ঐতিহাসিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি উসুলে হাদীস এবং আসমাউর রিজাল শাস্ত্রের জগৎবিখ্যাত খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং বহু কিতাব প্রণয়ন করেছেন। যেমন-(ক) তাজরিদুল অসুল ফী আহাদিসির রাসূল, (খ) মীযানুল ইতিদাল ফী নাকদির রিজাল, (গ) আল মুছাত্তাবাতুফী আছমায়ির রিজাল, (ঘ) তাবাকাতুল হুফ্‌ফাজ ইত্যাদি। ইতিহাস বিষয়ক তাঁর একটি বৃহদাকার কিতাব হল 'তারিখুল ইসলামি ওয়া ওয়াফিয়াতিল মাশাহিরি ওয়াল আলাম।' আর আসমাউর রিজাল বিষয়ক সুবৃহৎ কিতাব 'সিয়ারু আলামিন নূবালা'। এতে কিতাবটি জ্ঞানের রাজ্যে একটি প্রদীপ্ত গ্রন্থের মর্যাদা লাভে ধন্য হয়েছে।

اِمام شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذہبی (١٢٧٤۔ ١٣٤٨ء) کا شمار عالمِ اسلام کے عظیم محدثین و مؤرّخین میں ہوتا ہے۔ اُنہوں نے اُصولِ حدیث اور آسماء الرجال کے فن میں بھرپور خدمات سرانجام دیں اور کئی کتب تالیف کی ہیں، مثلا تجرید الاصول فی احادیث الرسول، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، المشتبہ فی اسماء الرجال، طبقات الحفاظ وغیرہ۔ فنِ تاریخ میں اُن کی ایک ضخیم کتاب تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام موجود ہے۔ آسماء الرجال کے موضوع پر ایک ضخیم کتاب سیر اعلام النبلاء میں رُواۃ کے حالاتِ زندگی پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔ یہ کتاب علمی حلقوں میں بلند پایہ مقام رکھتی ہے۔ امام ذہبی نے اس کتاب میں سلطان صلاح الدین ایوبی

SonarMadina.Com

Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

(٥٣٢۔ ٥٨٩ھ / ١١٣٨۔ ١١٩٣ء) کے بہنوئی اور اِربل کے بادشاہ سلطان مظفر الدین ابو سعید کوکبری (م ٦٣٠ھ) کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے اور ان کی بہت تعریف و تحسین کی ہے۔ بادشاہ ابو سعید کوکبری بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے اور مہمان نواز تھے۔ اُنہوں نے دائمی بیماروں اور اندھوں کے لیے چار مسکن تعمیر کروائے اور ہر پیر و جمعرات کو ان سے ملاقات و دریافت آحوال کے لیے جاتے۔ اِسی طرح خواتین، یتیموں اور لاوارث بچوں کے لیے الگ الگ گھر تعمیر کروائے تھے۔ وہ بیماروں کی عیادت کے لیے باقاعدگی سے ہسپتال جاتے تھے۔ آحناف اور شوافع کے لیے الگ الگ مدارس بنوائے اور صوفیاء کے لیے خانقاہیں تعمیر کروائی تھیں۔ اِمام ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ سنی العقیدہ، نیک دل اور متقی تھا۔ اُنہوں نے یہ واقعہ اپنی دو کتب "سیر اعلام النبلاء" اور "تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام" میں بالتفصیل درج کیا ہے۔اِمام ذہبی ملک المظفر کے جشنِ میلاد منانے کے بارے میں لکھتے ہیں

و أما احتفاله بالمَوْلِد فيقصرِ التعبير عنه؛ كان الخلق يقصدونه من العراقِ والجزيرة . . . و يخْرِجِ من البقَرِ والإبلِ والغَنم شيئاً كثيراً فتنْحَر وتطْبَخ الألوان، ويَعْمل عِدّة خِلَع للصّوفية، ويتكلم الوعّاظ في الميدان، فينفق أموالاً جزيلة. وقد جمَعَ له ابن دحِيّة "كتاب المولد "فأعطاه ألف دينار. وكان متواضعًا، خيراً، سنِّياً، يحبّ الفقهاء والمحدثين . . . .وقال سِبط الجوزي : كان مظفّر الدِّين ينفق في السنة علي المولد ثلاث مائة ألف دينار، وعلي الخانقاه مائتي ألف دينار. . . . وقال : قال من حضر المولد مرّة عددت علي سماطه مائة فرس قشلميش، وخمسة آلاف رأس شوي، و عشرة آلاف دجاجة، مائة ألف زبدية، و ثلاثين ألف صحن حلواء.

"آلفاظ ملک المظفر کے محفلِ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا انداز بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ جزیرۂ عرب اور عراق سے لوگ کشاں کشاں اس محفل میں شریک ہونے کے لیے آتے۔ - - اور کثیر تعداد میں گائیں، اونٹ اور بکریاں ذبح کی جاتیں اور انواع و اقسام کے کھانے پکائے جاتے۔ وہ صوفیاء کے لیے کثیر تعداد میں خلعتیں تیار کرواتا

اور واعظین وسیع و عریض میدان میں خطابات کرتے اور وہ بہت زیادہ مال خیرات کرتا۔ ابن دحیہ نے اس کے لیے "میلادالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم " کے موضوع پر کتاب تالیف کی تو اس نے اسے ایک ہزار دینار دیئے۔ وہ منکسر المزاج اور راسخ العقیدہ سنی تھا، فقہاء اور محدثین سے محبت کرتا تھا۔ سبط الجوزی کہتے ہیں : شاہ مظفر الدین ہر سال محفلِ میلاد پر تین لاکھ دینار خرچ کرتا تھا جب کہ خانقاہِ صوفیاء پر دو لاکھ دینار خرچ کرتا تھا۔ اِس محفل میں شریک ہونے والے ایک شخص کا کہنا ہے کہ اُس کی دعوتِ میلاد میں ایک سو (100) قشلمیش گھوڑوں پر سوار سلامی و اِستقبال کے لیے موجود تھے۔ میں نے اُس کے دستر خوان پر پانچ ہزار بھنی ہوئی سِریاں، دس ہزار مرغیاں، ایک لاکھ دودھ سے بھرے مٹی کے پیالے اور تیس ہزار مٹھائی کے تھال پائے۔"

.1ذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٦ : ٢٧٤، ٢٧٥ .2-ذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (630٦٢١ - ٥)، ٤٥ : ٤٠٢ - ٤٠٥

ইমাম যাহাবী এই কিতাবে সুলতান সালাহউদ্দিন আয়্যুবির (৫৩২-৫৮৯ হিঃ মোতাবেক ১১৩৮-১১৯৩ খ্রীঃ) ভগ্নিপতি আরবুলের বাদশাহ সুলতান মুজাফ্ফর উদ্দিন আবু সাঈদ কাওকুবরা (মৃত্যু ৬৩০ হিঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন এবং তাঁর বহু প্রশংসা ও খ্যাতি বর্ণনা করেছেন। বাদশা আবু সাঈদ কাওকুবরা অধিক দান-খয়রাতকারী এবং মেহমান নাওয়াজ ছিলেন। তিনি সার্বক্ষণিক রুগ্ন এবং অন্ধদের জন্য চারটি আবাসস্থল নির্মাণ করেছিলেন এবং প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবারে তাদের সাথে মোলাকাত করতে গমন করতেন এবং তাদের হাল-অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন। অনুরূপভাবে বিধবা মহিলা, এতীম ও লাওয়ারিশ শিশুদের জন্য পৃথক পৃথক আবাসস্থল নির্মাণ করেছিলেন। তিনি রোগীদের পরিচর্যার জন্য নিয়ম মাফিক হাসপাতালে গমন করতেন। তিনি মাদ্রসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর সূফীদের জন্য বহু খানকাহ নির্মাণ করেছেলিন। ইমাম যাহাবী লিখেছেন যে, সুলতান মুজাফ্ফর উদ্দিন ছিলেন সুন্নী আকীদায় বিশ্বাসী, নেক অন্তরবিশিষ্ঠ ও মুত্তাকী। তিনি এই ঘটনা স্বীয় দু'টি কিতাবে (ক) সীয়ারু আলামিন নুবালা এবং (খ) তারিখুল ইসলামি ওয়া ওয়াকিয়াতিল মাশাহিরি ওয়াল আলামি-এর মধ্যে বিস্তারিত লিখেছেন।

SonarMadina.Com

Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

ইমাম যাহাবী মালিক মুজাফ্ফর উদ্দিনের মীলাদ অনুষ্ঠান উদযাপনের ব্যাপারে লিখেছেন যে, "এমন কোন শব্দ পাইনি, যদ্দারা মালিক মুজাফ্ফর উদ্দিনের মীলাদ অনুষ্ঠান আয়োজনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পেশ করা যায়। এই মাহফিলে যোগদান করার জন্য জাযিরাতুল আরব এবং ইরাক হতে দলে দলে লোক আগমন করত। অসংখ্য গরু, উট কেরামের জন্য বহু উপহার সামগ্রী ও উপঢৌকন প্রস্তুত করতেন এবং বক্তাগণ সুবিশাল ময়দানের জনসমুদ্রের মধ্যে ওয়াজ-নসিয়ত করতেন। তিনি প্রচুর মাল-সম্পদ দান খয়রাত করতেন। ইবনে দাহ্ইয়া নামক বিখ্যাত এক আলেম তার জন্য 'মীলাদুন্নবী (সাঃ)' শিরোনামে একটি কিতাব লিখেছিলেন। তিনি লেখককে এক হাজার দীনার প্রদান করেছিলেন। তিনি ছিলেন চিন্তাশীল ও পরিপূর্ণ সুন্নী আকিদার অনুসারী। তিনি ফুকাহা ও মুহাদ্দেসীনদেরকে খুবই মহব্বত করতেন। ছিবতুল যুজী বলেছেন, শাহ একই সাথে সূফীদের খানকাতে কাজের জন্য দু'লাখ দীনার ব্যয় করতেন। এই মাহফিলে অংশগ্রহণকারী জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, তাঁর এই মীলাদ মাহফিলে অংশগ্রহণকারী অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য ১০০ সুসজ্জিত অশ্বারোহী বাহিনী উপস্থিত থাকত। আমি তাঁর দস্তরখানের উপর পাঁচ হাজার ভুনা ছাগল ও দশ হাজার ভুনা মুরগি, এক লাখ দুগ্ধভরা মাটির পেয়ালা এবং ত্রিশ হাজার মিঠাইয়ের বাটি দেখতে পেয়েছি।" [(১) যাহাবীঃ হয়া ওয়াকিয়াতিল মাশাহিরে ওয়াল আ'লামি (৬২১-৬৩০ হিঃ), খণ্ড ৪৫, পৃষ্ঠা ৪০২-৪০৫]।

ইমাম বুরহানুদ্দীন বিন্ জুমায়া (৭২৫-৭৯০ হিঃ)

. امام برہان الدین ابو اِسحاق اِبراہیم بن عبد الرحیم بن اِبراہیم بن جماعہ الشافعی(1325 - ۱۳۸۸ء) ایک نام ور قاضی و مفسر تھے۔ آپ نے دس جلدوں پر مشتمل قرآن حکیم کی تفسیر لکھی۔ ملا علی قاری (م ۱۰۱٤ھ)

"المورد الروی فی مولد النبوی ونسبہ الطاہر" میں آپ کے معمولاتِ میلاد شریف کی بابت لکھتے ہیں

فقد اتصل بنا أن الزاهد القدوة المعمر أبا إسحاق إبراهيم بن عبد الرحيم بن إبراهيم جماعة لما كان بالمدينة النبوية. على ساكنها أفضل الصلاة وأكمل التحية. كان يعمل طعاماً في المولد النبوي، ويطعم الناس، ويقول : لو تمكنت عملت بطول الشهر كل يوم مولدا.

ইমাম বুরহানুদ্দীন আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন আবদুর রহীম বিন ইবরাহীম বিন জুমায়া আশ শাফেয়ী (১৩২৫-১৩৮৮ খ্রীঃ) একজন নামকরা কাজী ও মুফাসসীর

ছিলেন। তিনি দশ খণ্ডে সমাপ্ত কোরআনুল কারীমের তাফসীর লিখেছেন। মোল্লা আলী ক্বারী (মৃত্যু ১০১৪ হিঃ) 'আল মাওরাদুর রাভী মাওলাদিন, নাবাভি ওয়া নসবিহিত তাহীর' কিতাবে মীলাদ শরীফ সংক্রান্ত স্বীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে লিখেছেন

"ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ زاہد و قدوہ معمر ابو اِسحاق بن اِبراہیم بن عبد الرحیم جب مدینۃ النبی۔ اُس کے ساکن پر افضل ترین درود اور کامل ترین سلام ہو۔ میں تھے تو میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر کھانا تیار کرکے لوگوں کو کھلاتے تھے، اور فرماتے تھے : اگر میرے بس میں ہوتا تو پورا مہینہ ہر روز محفل میلاد کا اہتمام کرتا۔["ملا علی قاري، المورد الروي في مولد النبي صلي الله عليه وآله وسلم ونسبه الطاهر : ١٧]

বিশ্বস্ত সূত্রে আমি শুনতে পেয়েছি যে, যাহেদ ও বয়স্কদের শ্রদ্ধাবাজন আবু ইসহাক বিন ইবরাহীম বিন আবদুর রহীম যখন মদীনাতুন্নবীতে অবস্থান করছিলেন (আল্লাহপাক নবী করীম (সাঃ)-এর সময় আহার্য বস্তু প্রস্তুত করে লোকজনকে আহার করাতেন এবং এ কথা বলতেন যে, যদি আমার সামর্থ্য থাকত তাহলে পুরো মাস মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করতাম। (১) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭]।

ইমাম জৈনুদ্দীন বিন রজব আল্ হাম্বলী (৭৩৬-৭৯৫ হিঃ)

المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه،

وأما ما كان له أصل من الشرّع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة.

জৈনুদ্দীন বিন রজব আল্ হাম্বলী (৭৩৬-৭৯৫ হিঃ) আল্লামা জৈনুদ্দীন আবদুর রহমান বিন আহমাদ বিন রজব হাম্বলী (১৩৩৬-১৩৯৩ খ্রীঃ) হাম্বলী ফিকাহ-এর বিখ্যাত আলেম এবং নির্ভরশীল ও প্রামাণ্য বহু গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। স্বীয় কিতাব 'লাতায়িফুল মায়ারিফ ফী মা লিমাওয়াছিমিল আমি মিনাল ওয়াজায়িফি'-এ সৌভাগ্যপূর্ণ বেলাদত (জন্ম) এবং নবুয়তের ঘটনাবলীর আলোচনা করেছেন। আর তৃতীয় পরিচ্ছেদে হুযুর আকরাম (সাঃ)-এর বেছাল অর্থাৎ মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। রবিউল আউয়াল মাসের ঘটনাবলীর প্রারম্ভ তিনি নবী করিম (সাঃ)- এর মীলাদ সম্পর্কিত রেওয়ায়েত সমূহ দ্বারা করেছেন। তিনি লিখেছেন-

SonarMadina.Com

Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

"بدعت سے مراد ہر وہ نیا کام ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو جو اس پر دلالت کرے، لیکن ہر وہ معاملہ جس کی اصل شریعت میں موجود ہو وہ شرعاً بدعت نہیں اگرچہ وہ لغوی اعتبار سے بدعت ہوگا۔"

1.ابن رجب، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم : ٢٥٢ .2=عظيم آبادي، عون /لمعبود شرح سنن أبي داود، ١٢ : ٢٣٥ .3/مبارک پوري، تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، ٧ : ٣٦٦

: ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল হযরত ইরবাজ বিন ছারিয়া (রাঃ) হতে একটি বর্ণনা সংকলন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, নবী আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আমি লাওহে মাহফুজে খাতিমুল আম্বিয়া হিসেবে চিহ্নিত ছিলাম। যখন হযরত আদম (আঃ) মাটির সাথে সংমিশ্রিত ছিলেন। আর আমি তোমাদের কাছে এই হাকীকতের বিশ্লেষণ এভাবে করছি যে, আমি ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া এবং ঈসা বিন মারয়ামের স্বীয় সম্প্রদায়কে দেয়া খোশ খবরীর ফলশ্রুতি এবং আমার সম্মানিতা মাতা আমেনার স্বপ্নের তাবীর বা ব্যাখ্যা। যখন তিনি দেখেছিলেন যে তার পবিত্র দেহ মোবারক হতে এমন নূর বিকশিত হয়েছে, যার আলোকে সিরিয়ার রাজপ্রাসাদগুলো পর্যন্ত আলোকিত হয়ে গেছে। আর এ ধরনের স্বপ্ন আম্বিয়া (আঃ)-এর পুণ্যবতী মাতাগণ দেখে থাকেন। [সূরা বাকারাহ, আয়াত ১২৯; (২) সূরা সাফ, আয়াত ৬; (৩)

.তারপর তিনি এতদসংক্রান্ত অন্যান্য বর্ণনাগুলোর সমাবেশ ঘটিয়েছেন সেগুলোর আলোকে স্পষ্টতই অনুধাবন করা যায় যে, রবিউল আউয়াল মাসে হুযুর আকরাম (সাঃ)-এর সৌভাগ্যপূর্ণ বেলাদতের ঘটনাবলী বয়ান করা একটি জায়েয মুস্তাহসান এবং উত্তম কর্ম।

ইবনে বতুতা (রহ.) মৃত্যু ৭৭৯ হিজরী

وقال ابن بطوطة (٧٠٣ – ٧٧٩هـ) في احتفال سدنة الكعبة فتح باب الكعبة في يوم المولد النبوي الشريف (الجزء الأول ص. ٣٠٩ ٣٤٧

ه بعد كل صلاة جمعة وفي يوم مولد النبي صلى الله عليه سلم يفتح باب الكعبة بواسطة كبير بني شيبة، وهم حجّاب كعبة، وأنه في يوم المولد يوزع القاضي الشافعي وهو قاضي

مكة الأكبر نجم الدين محمد ابن الإمام محيي الدين الطبري الطعام على الأشراف وسائر الناس في مكة.

৮। ইবনে বতুতা (রহ.) মৃত্যু ৭৭৯ হিজরী ইবনে বতুতা (রহ.) তাঁর ভ্রমন কাহিনীতে বলেন, মক্কা শরীফ প্রতি শুক্রবার ও ঈদে মীলাদুন্নবীতে বনী শয়বা গোত্র প্রধানের মাধ্যমে কাবা শরীফের দরজা খোলা হয়। কাবা শরীফের গিলাফ সুবাসিত করা হয়। মীলাদ শরীফের দিনে মক্কা শরীফে শাফী মাযহারের প্রধান কাজী নজমুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ইমাম মুহি উদ্দীন তাবারী তখনকার অভিজাত শ্রেণীসহ সকল মুসলমানকে অপ্যায়ন করে থাকেন। রেহলাতু ইবনি বতুতা, খন্ড ১ পৃষ্ঠা ৩০৯-৩৭৪,

رحلة ابن بطوطة (٧٠٣ - ٧٧٩هـ) (قال في ذكر سلطان تونس)قال ابن جزي: اخترع مولانا أيده الله في الكرم والصدقات أموراً لم تخطر في الأوهام، ولا اهتدت إليها السلاطين. فمنها إجراء الصدقات على المساكين بكل بلد من بلاده على الدوام. ومنها تعيين الصدقة الوافرة للمسجونين في جميع البلاد أيضاً، ومنها كون تلك الصدقات خبزاً مخبوزاً متيسراً للانتفاع به، ومنها كسوة المساكين والضعفاء والعجائز والمشايخ والملازمين للمساجد بجميع بلاده، ومنها تعيين الضحايا لهؤلاء الأصناف في عيد الأضحى، ومنها التصدق بما يجتمع في مجابي أبواب بلاده يوم سبعة وعشرين من رمضان إكراماً لذلك اليوم الكريم وقياماً بحقه، ومنها إطعام الناس في جميع البلاد ليلة المولد الكريم، واجتماعهم لإقامة رسمه

বাদশাহ তুনুছ প্রসঙ্গে ইবনে বতুতা (রহ.) ইবনুল জাওযীর বর্ণনামতে বলেন, আল্লাহ! তাকে সাহায্য করুন। কম্পানাতীত ভাবে বাদশাহ্ এ মাসে (রাবিউল আউয়াল) মাসে দান খয়রাত করতেন। তার দেশে সকল শহরের গরীব মিসকিন প্রতি বচর এমাসে স্থায়ী ভাবে দান দক্ষিণা করতেন। সে সকল শহরে বন্দীদের উন্নত খাবার পরিবেশন ও দান দক্ষিণা করা হত। এ দান দক্ষিণার সাথে শুক্রবার পরিবেশন করা হত। যাতে গরীবরা তা সংরক্ষণ করে রাখতে পারে। গরীব, দুঃখী, বৃদ্ধ ও রাজ কর্মচারীগণ উন্নত পোষাক পরীবেশন করত। মসজিদ সমূহকে

SonarMadina.Com Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

সুসজ্জিত করা হত ও কর্ম চারীদেরকেও বোনাস দেয়া হত। এ সকল মানুষের জন্য ঈদুল আদ্বহায় কুরবানীর জন্য পশু বরাদ্দ দেয়া হত। তারই প্রতি শবে কদরের রাতজাগীদের জন্য এদিনে ছদকা বরাদ্ধ করা হত। তাঁরই সাথে মীলাদুন্নবীর রাতে দেশের সকল স্থানে অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে সমাগত জনতার খাবারের ব্যবস্থা করা হত।

وقال صلاح الدين الصفدي في اعيان العصر واعوان العصر في ترجمة عبد الله بن الصنيعة المصري

الصاحب شمس الدين غبريال) وكان يسمع البخاري في ليالي رمضان، وليلة ختمه يحتفل بذلك، ويعمل في كل سنة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحضره الأكابر والأمراء والقضاة والعلماء ووجوه الكتاب، ويظهر تجملاً زائداً ويخلع على الذي يقرأ المولد، ويعمل بعد ذلك سماعاً للأمراء المحتشمين(.

সালাহ উদ্দীন সফাদী (রহ) আইয়ানু আছর গ্রন্থে আব্দুল্লাহ বিন আনিয়া মিসরী যিনি শামছুদ্দীন গিবরিয়াল নামে পরিচিত ছিলেন, তার প্রসঙ্গে বলেন, তিনি রামাদ্বান শরীফের রাত সমূহে বুখারী শরীফ শুনতেন, এবং শেষ রাতে অনুষ্ঠান করতেন। প্রতি বছর মীলাদুন্নবী স. এর রাতে বুখারী শরীফ খতমের মাহফিল আয়োজন করতেন সে মাহফিলে অর্জ্জিত শ্রেণীর ব্যতিবর্গ সকল শ্রেণীর আলেম উলামা, সকল মাযহাবের প্রধান কাজীগণ লেখকবর্গ উপস্থিত হতেন। অধিক সৌন্দর্য বিকাশের ব্যবস্থা করা হত। মীলাদ পাঠকারী উপঢৌকন দেয়া হত। পরে আশেকদের জন্য সেবা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হত।

লিছান উদ্দীন ইবনে খতিব তিলমিছানী

وفي الاحاطة بأخبار غرناطة لسان الدين ابن الخطيب التلمساني إبراهيم بن أبي بكر الأصاري إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري تلمساني وقرشي الأصل، نزل بسبتة، يكنى أبا إسحاق ويعرف بالتلمساني.

تواليفه من ذلك الأرجوزة الشهيرة في الفرائض، لم يصنف في فنها أحسن منها. ومنظوماته في السير، وأمداح النبي، صلى الله عليه وسلم، من ذلك المعشرات على أوزان العرب،

وقصيدة في المولد الكريم، وله مقالة في علم العروض الدوبيتي.انتهى

আল ইহাতা ফি গিরনাতাতে লিছান উদ্দীন ইবনে খতিব তিলমিছানী তে বর্ণিত আছে: ইবরাহীম বিন আবি বকর আনছারী, ইবরাহীম বিন আবি বকর বিন আবদিল্লাহ বিন মুছা আল আনছারী আততিলামিছানী কুরাইশি তার উপনাম আবু ইসহাক। তিনি তিলমিছানী নামে পরিচিত ছিলেন। ফরাইদ্ব শাস্ত্রে তার থেকে উন্নত পুস্তক কেউ রচনা করেনি, এবং রাসূল স. এর জীবনী ও প্রশংসায় এমন উন্নত পুস্তক কেউ রচনা করেনি, এবং রাসূল স. এর জীবনী ও প্রশংসা এমন উন্নত নাআতিয়া আরবী ভাষায় তাঁর রচনা ছাড়া দোয়া করেন। মাওলিদ শরীফের কবিতায় তিনি অন্যতম কবি। ইলমে আরুদ্ব বা আলঙ্কার শাস্ত্রে তার রচিত গ্রন্থ হছে "আছ দুবায়তি আল হাসান আল ওয়াযান উল্লেখ করেন।

হাসান ওয়াজানী

وقد ذكر الحسن الوزان

أنه في العصر المريني كان شعراء فاس يجتمعون كل عام بمناسبة المولد النبوي وينظمون القصائد وكانوا يجتمعون كل صباح في ساحة القناصل يصعدون منصة ويلقون قصائدهم الواحد تلو الآخر أمام الجماهير ويختار أحسن الشعراء نظما وترتيلا أميرا للشعراء في تلك السنة وكان ملوك بني مرين يقيمون مأدبة للشعراء في مدح الرسول يحضره السلطان وتقام منصة ويحكم الحاضرون على أحسن شاعر خلعة (مائة دينار وفرس وأمة مع خمسين دينارا للباقين) ولكن منذ مائة وثلاثين سنة تقريبا توقفت هذه العادة.

মুরিনীর শাসন আমলে মীলাদুন্নবী স. উপলক্ষে মদীনা শরীফে কবি সাহিত্যিক গণের সমাবেশ হত। তারা নবী স. এর প্রশাসার কবিতা রচনা মসজিদে নব্বীর পাশে সমাবেশের আয়োজন করত। প্রতিদিন সকালে অনুষ্ঠানের মঞ্চে আরোহন করে কবিগণ স্বরচিত নাসাতিয়া সমূহ গাইতেন। একজন কবিতা আবৃত্তি করতেন অপরজন তা বিচার করতেন। এবাভে বিচার বিশ্লেষনের মাধ্যমে এবছরে কবি

SonarMadina.Com

Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

সম্রাট নির্বাচন করে ঘোষণা করা হত। বনি মুরি গোত্রপতিগন কবিগণের আপ্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহন করতেন। সে অনুষ্ঠানের বাদশাহ উপস্থিত হতেন এবং সর্বসাধারনের নির্বাচিত কবি সম্রাটকে এওয়ার্ড প্রদান করতেন। তাঁকে পূর্বাকার হিসেবে একশত স্বর্ণ মুদ্রা, একটি ঘোড়া ও একটি দাসী প্রদান করা হত। অনান্য কবিগণকে ৫০ স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার দেয়া হত। কিন্তু এ মুবারক প্রথাটি প্রায় ১৩০ বছর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে।

মদিনা শরীফের ইতিহাস আত্-তুহফাতুল লতীফিয়া

وجاء في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة

إبراهيم – برهان الدين – بن جماعة الحموي: عم القاضي عز الدين بن جماعة، قال ابن صالح: جاور بالمدينة، وخطب بها جمعة واحدة آخر مرة عرضت للخطيب، وقد صحبته فيها وتحابينا، وأخذت عنه بعض الفوائد، وكان من محافيظه: المفضل للزمخشري، وقال لي: إنه ارتحل إلى القاهرة، وعرضه على عمه البدر بن جماعة، وأخذت عنه من نظم عمه المذكور قوله

لم أطلب العلم للدنيا التي اتفقت ... من المناصب، أو للجاه والماللكن سابقة الإسلام فيه، كما ... كانوا، فقدر ما قد كان من مالوخطب ببيت المقدس نيابة عن ابن عمه، ومات بالقدس، أظنه سنة أربع وستين وسبعمائة، ودفن هناك، وكان يعمل طعاماً في المولد النبوي ويطعم الناس، ويقول: لو تمكنت عملت بطول الشهر كل يوم مولد، انتهى.

মদিনা শরীফের ইতিহাস আত্তুহফাতুল লতীফিয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে ইব্রাহীম বুরহান উদ্দীন ইবনু জমাআতিল হামাওয়ী, কাজী ইজ্জুদ্দীন ইবু জামাআর চাচা।

ইবনে সালাহ বলেন, তিনি মদীনা শরীফ আগমন, এবং এক জুমুআয় খুতবা দেন এতে আমি তাঁকে ভালবেসে ফেলি। তার থেকে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। তাঁর সংরক্ষনে যামাখশরীর মুফাদ্দাল নামী গ্রন্থটি ছিল। তিনি আমাকে বলেন, তিনি কায়রো সফর করেছিলেন এবং তার চাচা বদর উদ্দীন ইবনে জামাআর সাক্ষৎ হয়েছিল। আমী তার কাছ থেকে তার চাচার রচিত কবিতাটি সংগ্রহ করেছিলামঃ

لم اطلب العلم للد نيا التى التفقت من المنا صب او للجاه والمال
لكن سابقر الاسلام فيه كما– كانوا فقدر ماكا ما قدكان من مال

"আমি পার্থিব সম্পদ পদ বা সম্মানের জন্য জ্ঞারার্জন করিনি বরং ইসলামের পূর্ব সুরীদের মতই আমি তা অর্জন করেছি। কেননা তাদের উদ্দেশ্য এসব ছিলনা।
তিনি তাঁর চাচাত ভাইয়ের প্রতিনিধি হয়ে বায়তুল মাকাদাছে ও খুতবা দিয়েছিলেন। কুদুছ শহরে তার ইন্তেকাল হয়েছে অনুমান ৭৬৪ হিজরীতে তাঁকে সেখানেই সমাহিত করা হয়েছে। তিনি মীলাদুন্নবী উদযাপনে লোকদের খাওয়ানোর উদ্দেশে তামদারী বা অপ্যায়ন অনুষ্ঠান করতেন এবং বলতেন যদি আমার পক্ষে সম্ভব হত তবে আমি সারাটি মাসই এমন করতাম।

ইমাম যুরকানী (রহঃ)

৪র্থ যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আওলাদে রাসুল সাইয়্যিদ মুহাম্মদ বিন আব্দুল বাকী জুরকানী (রহঃ) তাঁর শরহে মাওয়াহেবে লাদুনিয়া কিতাবে পবিত্র মীলাদ শরীফ সর্ম্পকে লিখেন-

اى استمر (اهل الاسلام) بعد القرون الثلاثة التى شهد المصطف صلى الله عليه وسلم بخيرتها فهو بدعة وفى انها حسنة قال السيوطى وهو مقتضى كلم ابن الحج فى مدخله فانه اغاذم ما احتوة عليه من المخرمات مع تصريحه قبل بانه ينبغى تخصيص هذا الشهر بزيادة فعل البروكثرة لصقات والخيرات وغير ذالك من وجوه القربات وهذا هو عمل المولد مستحسن والحافظ ابى الخطاب بن دحيه والف فى ذالك التنويرفى مولدالبشير النذير فاجازه الملك المظفر صاحب اربل بالف دينارواختاره ابو الطيب السبتى نزيل قوص وهو لاء من

SonarMadina.Com
Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

رجلة المالكية او مذمومة وعليه التاج الفاكهانى وتكفل السيوطى لرد ما استند عليه حرفا حرفا والاول اظهر لما اشتمل عليه من تاخير الكثير (يحتفلون) يهتمون (بشهر مولده عليه الصلوة والسلام ويعملون الولائم ويتصدقون فى ليالية بانواع الصدقات ويظرون السرور) به (يزيدون فى المبرات ويعتنون بقراه) قصه (مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كلفضل عميم – (شرح المواهب)

ইসলামের প্রথম তিন যুগ (পর সব সময় মীলাদুন্নবীর মাসে মীলাদ মাহফীল উদয়াপিত হয়ে আসছে। এ আমলটি যদিও বা বিদয়াত কিন্তু বিদআতে হাছানা। ইমাম সুয়ূতীও ইমাম ইবনুল হাজ্ব তার মুদখল কিতাবেও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য তারা এসব মাহফীলে ঘটমান নাজায়েজ কাজের নিন্দা করেছেন। কিন্তু এর আগে সুস্পষ্ঠ বলে দিয়েছেন যে এ পবিত্র মাসকে নেক কাজ, সদকা –খয়রাত এবং অনান্য ভাল কাজের জন্য নিদৃষ্ট করে রাখা উচিত। মিলাদ উদযাপনের এটাই পছন্দনীয় তরিকা। হাফেজ আবুল খাত্তাব বিন ওহীয়ারও এই অভিমত। তিনি এ বিষয়ে 'আত-তানবীর ফিল মওলেদিল বশীর ওয়ান নজীব, নামে আলাদা কিতাব রচনা করেছেন, যার জন্য তৎকালীন বাদশাহ মুজাফ্ফর শাহ (আরবিল) ওনাকে এক হাজার দীনার পুরষ্কার দিয়েছেন। আবু তৈয়ব সয়ুতীও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি ছিলেন কাউসের অধিবাসী। উপরোক্ত সব ওলামায়ে কিরাম মালেকী মাযহাবের বিশিষ্ট ইমামগনের অন্তর্ভূক্ত। কারো মতে এটা নিন্দনীয় বিদআত, যেমন আত তাজুল ফাকহানী এ রকম ধারনা পোষন করেন। ইমাম সয়ুতী তাঁর প্রতি আরোপিত যাবতীয় অভিযোগ পুংখানুরূপে রদ করেছেন। যাহোক প্রথম অভিমতটা অধিক গ্রহনযোগ্য ও অধিক সুস্পষ্ট। কারন এতে অনেক কল্যান নিহিত রয়েছে। লোকেরা এখনো মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মাসে বিশেষ সমাবেশের আয়োজন করে থাকেন, নানা রকম দান খায়রাত করে থাকেন, খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করে থাকেন, অধিক হারে নেক কাজ করে থাকেন এবং মওলুদ শরীফের ব্যবস্থা করে থাকেন, যার ফলে এর বিশেষ বরকত ও অসীম ফজল ও করম প্রকাশ পায়।

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)

৪র্থ যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম নুরুদ্দীন আলী ইবনে সুলতান হারুবী মিসরী হানাফী মুল্লা আলী কারী (রহ) ওফাত ১০১৪ হিজরী। পবিত্র মীলাদ শরীফ সর্ম্পকে স্বরচিত গ্রন্থ আল মাওলিদুর রাভী ফি মাওলিদিন নাবী কিতাবে লিখেন-

قال شيخ مشائخنا الامام العلامة الحبر الفهامة شمس الدين محمد السخاوى بلغه الله المقام العالى وكنت ممن تشرف ادراك المولد فى مكة المشرفة عدة سنين وتعرف ما اشتمل عليه من البركة المشار لبعضها بالتعين تكررت زيارتى فيه لمحل المولد المستفيض وتصورت فكرتى ماهنالك من الفجر الطويل العريض قال واصل على المولد الشريف لم ينقل عن احد من السلف الصلح فى قرون الثلثة الفاضلة وانما حدث بعدها بالمقاصد الحسنة والنية التى الاخلاص شاملة ثم لازال اهل الاسلام فى سائر الاقطاز والمدن العظام يحتفلون فى شهر مولده صلى الله عليه وسلم بعمل الولائم البديعة والمطاعم المشتملة على الامور البهيجة الرفيعة ويتصدقون فى ليالية بانواع الصدقات ويظهرون المسرات ويريدون فى البرت بل يعتنون بقراءة مولدة الكريم يظهر عليهم من –

بركاته كل فضل عميم بحيث كان مما جرب كما قال اللامام شمس الدين ابن الجزرى المقرى المجزرى المقرى المجرب من خواصه انه امان تام فى ذالك العام بشرى تعجيل نبيل ما ينبغى ويرام–

আমাদের মাশায়েখদের ইমাম শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ সাখাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, পবিত্র মক্কা শরীফের মিলাদ অনুষ্টানে যারা কয়েক বছর উপস্থিত ছিলেন, আমি তাদের মধ্যে অন্যতম একজন। আমরা মীলাদ অনুষ্টানের বরকত অনুভব করছিলাম যা নির্দিষ্ট কয়েক ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। এ অনুষ্টানের

SonarMadina.Com

Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

মধ্যে ও হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মস্থানের যিয়ারত আমার কয়েক বার হয়েছে। আমার চিন্তা ও মন মানসিকতা কেবল সে জিনিসটি কে ধ্যান-ধারনা করছিল, যার সময়টি ছিল সুবহি সাদিক উদয়ের প্রাক্কালে। ইমাম সাখাবি বলেন মীলাদ অনুষ্টানের কোন উত্তম তিন যুগের পূর্বসূরী কোন নেককার বুযুর্গ লোকদের থেকে পাওয়া যায় না। মীলাদ অনুষ্টান উত্তম তিন যুগের পরই ভাল উদ্দেশ্য ও নেক নিয়তের সাথে উদ্ভব হয়েছে। অতঃপর হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন, সে মাসে সব দেশ ও অঞ্চলের মুসলমানরা মীলাদ অনুষ্টানের নামে সভা সমাবেশে সমবেত হতে থাকে। আর মানুষকে দাওয়াত দিয়ে সুস্বাদু খাদ্য সামগ্রী আহার করায়। আর গরীব মিসকিনদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের দান সদকা বিতরণ করে খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করে। আর ঐ মাসে বহুল পরিমানে পূণ্যময় কাজ করে। আর হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম বৃত্তান্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট অলৌকিক কাহিনী সমূহ বর্ণনাকারীদের মুখে শোনার ব্যবস্থা করে। এর ফলে তাদের প্রতি বরকত প্রকাশ পেতে থাকে। যেমন বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণীত, ইমাম শামসুদ্দীন ইবনুল জাযরী আল মুকীরী (রহঃ) মীলাদ মাহফিল করার উপকারীতা ও বৈশিষ্ট বর্ণনা করে বলেছেন, মীলাদ অনুষ্টানের কারণে ঐ বছর সারা দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করে। আর শীগ্রই নেক উদ্দেশ্য অর্জন হওয়ার জন্য মীলাদ অনুষ্টান হয় সুসংবাদ বিশেষ। (আল মাওলিদুর রাভী ৪২ আদদুররুল মুনাজ্জাম)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া এর অভিমত (৭২৮ হিজরী)

পবিত্র মীলাদ শরীফ সর্ম্পকে লিখেন-

وكذا لك ما يحدثه بعض الناس اما مضاهاة للنصارى فى ميلاد عيسى عليه السلام واما محبة للنبى صلى الله عليه و سلم وتعظيما له والله قد يثيبهم على هذه المحبه والاجتهاد –

فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه اجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه و سلم (اقتضاء السراط المستقيم _ ٢٩٧)

খৃষ্টানরা হযরত ইসা আঃ) এর জন্মদিন পালন করে থাকে অনুরুপ তাদের দেখাদেখী বা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুহাব্বাত ও

তাজিমের খাতিরে অনেক মুসলমান তাঁর পবিত্র বেলাদতের দিন পালন করে থাকে। আল্লাহ তালা তাদের মহব্বত আয়োজন ও প্রচেষ্টার জন্য প্রতিদানকারী (তিনি অন্যত্র বলেন) ঐ দিন যথাযথ ভাবে পালন করা এ দিনের সম্মান করা নেক নিয়ত করা এবং হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুহাব্বতের কারনে মহান প্রতিদানের সহায়ক হতে পারে।

ইমাম আবু যারআ আল ইরাকী

৪র্থ যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আবু যারআ আল ইরাকী। আবুল ফজল জাইনুদ্দনি আব্দুর রহীম বিন আব্দুর রহমান মিসরী আল ইরাকী। পবিত্র মীলাদ শরীফ সর্ম্পকে স্বরচিত গ্রন্থ المورد الهنى فى المولد السنى'': মধ্যে লিখেন–

سئل عن فعل المولد امستحب او مكروه وهل ورد فيه شى اوفعله من يقتدى به قال اطعام الطعام مستحب فى كل وقت فكيف اذا انضم لذالك السرور بظهور نور النبوة فى هذا الشهر الشريف ولا نعلم ذالك من السلف ولا يلزم من كونه بدعه كونه مكروها فكم من بدعة مستحبة بل واجبة . (تشنيف الاذان ، شيخ محمد بن صديق١٣٩)

ইমাম আবু যারআ আল ইরাকী (রহ) এর কাছ জিজ্ঞাসা করা হলো যে, মীলাদ মাহফিল করা করা মুস্তাহাব নাকি মকরুহ? বা এব্যাপারে যথাযথ কোন হুকুম মওজুদ আছে কিনা, যেটা উল্লেখ যোগ্য এবং অনুসরন যোগ্য? তিনি বলেন খানা খাওয়ানো সব সময় মুস্তাহাব। যদি কোন সুযুগে রবিউল আউয়াল শরীফের মাসে নুরে নবুওয়াত প্রকাশের স্মরণে আনন্দ আহলাদেও বিশেষ কোন কিছু করা হয়, তাহলে এটা কি যে বরকতময় হবে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। আমরা জানি আমাদেও পূর্ববর্তীগন এরকম করেন নি, এবং এটা বিদআত। কিন্তু এটাকে মকরুহ বলা যায়না। কেননা অনেক বিদআত কেবল মুস্তাহব নয় বরং ওয়াজীব হয়ে থাকে।

ইমাম ইবনে হাজর কস্তলানী (রহঃ)

لا زال اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده عليه السلام و يعملون الولائم ويتصدقون فى لياليه انوعاع الصدقات ويظهرون السرور ويزيدون فى المبرات ويعتنون بقراة مولده

SonarMadina.Com

Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

الكريم ويظهر عليهم ومن بركاته كل فـضل عظـيم وممـا جـرب من خواصه انه امان فى ذالك العام وبـشرى عاجلـه بنيـل البغيـه المرام فصح الله امرا اتخذ ليالى شـهر مولـده المبـارك اعيـادا يكون اشد عليه على من فى قبله مرض. (المواهب الدنيه٢٨)

সব সময় আহলে ইসলাম হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বেলাদত মাসে মীলাদ মাহফীলের আয়োজন করে আসছে। রবিউল আউয়াল মাসে লোকদেরকে খাবার পরিবেশন করে, সদকা খয়রাতের সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ গ্রহন করে, আনন্দ, অধিক হারে নেক কাজ এবং মীলাদ মীলাদ মাহফীলের আয়োজন করে। প্রত্যেক মুসলমান মীলাদ শরীফের বরকতে ফয়েজ লাভ করে। মীলাদুন্নবী এর পরীক্ষিত বিষয়সমুহের মধ্যে একটি যে, যে বছর মিলাদ পালন করা হয়, সে বছর শান্তিতে অতিবাহিত হয়। অধিকন্তু এ আমল নেক উদ্দেশ্য ও আন্তরিক বাসনার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের সুসংবাদ। আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির উপর রহম করেন, যিনি মিলাদুন্নবীর মাসের রাতসমূহ ঈদ হিসাবে পালন করে ঐসব লোকের রোগ যন্ত্রনা বৃদ্ধি করে যাদের অন্তর আগ থেকে নবী বিদ্বেষে মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত। (মাওয়াহেবে লাদুনিয়া)

ইমাম মুহাম্মদ বিন যারাল্লাহ বিন যহিরা (রহঃ) এর অভিমত ..

جرت العادة بمكة ليلة الثانى عشر مـن ربيـع الاول كـل عـام ان قاضى مكة الشافعى يتهيا ء لزيـارة هـذا المحـل الـشريف بعـد صلاة المغربفى المغرب فى جمـع عظـيم منـه الثالاثـة القـضاة واكثر الا عيان مـن الفقهـاء والفـضلاء وذوى البيـوت بفـوانيس كثيرة وشموع ععظيمة ولزدحـام عظـيم ويـدعى غيـه للـسلطان ولا صيرمكة وللقضى الشافعى بعد تقدم خطبـة منـا سـبة للمقـام ثم يعود منهم الى المسجد الحرام قبل العشاء ويجلـس خلـف مقـام الخليل عليه وسلام بازاء قبه الفراشين ويدعو الـداعى لمـن ذكـر انفا بحـضور القـضاة واكثـر الفقهـاء ثـم يـصلون العـشاء و ينصريفون ولم اقف على اول مـن سـن ذالـك سـابت مـورخى العصر فلم اجد عندهم علما بذالك .(الجـامع اللطيـف فـى فـضل مكة واهله بناء البيت الشريف١ ٢٠)

এটা মক্কাবাসীর রীতি ছিল যে প্রতি বছর ১২ই রবিউল আউয়াল এর রাতে মক্কা শরীফে মাগরীবের নামাযের পর শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারিরা মক্কার কাজীর নেতৃত্বে এক বিরাট মিছিল নিয়ে 'মাওলেদ শরীফ' যিয়ারত করে যেতেন। ঐ মিছিলে অপর তিন মাযহাবের ফিকহের ইমামগন ,অধিকাংশ ফকীহ, ওলামায়ে কেরাম ও শহর বাসী থাকতেন, তাদের হাতে বাতি ও বড় বড় মশাল থাকতো। সেখানে গিয়ে মীলাদ শরীফ বিষয়ে বয়ান হতো। অতঃপর তখনকার বাদশাহ , মক্কার গভর্ণর ,এবং শাফেয়ী মাযহাবের কাজী (আয়োজক হওয়ার কারণে) এর জন্য বিশেষ দোয়া করা হতো। এ সমাবেশ এশা পর্যন্ত বলবৎ থাকতো। এশার নামাযের একটু আগে তাঁরা মসজীদে ফিরে আসতো এবং মাকামে ইব্রাহিমে একত্রিত হয়ে পুনরায় দোয়া করা হতো। এতেও সকল কাজী ও ফকীহগন শরীক হতেন। অতঃপর এশার নামায আদায় করার পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হতো। (তিনি বলেন) আমার জানা নেই যে এ প্রথা কে শুরু করেছিলেন। সমসাময়ীক অনেক ঐতিহাসিকের কাছে জজ্ঞাসা করেও যানা যায়নি।

শায়খ ইসমাঈল হাক্কী (১৬৫২-১৭২৪ খ্রীঃ)

শায়খ ইসমাইল হাক্কী বরুছভী (১৬৫২-১৭২৪ খ্রীঃ) 'তফসীরে রহুল বয়ানে' লিখেছেন-

شیخ اِسماعیل حقی بروسوی (١٦٥٢ـ ١٧٢٤ء) "تفسیر روح البیان" میں لکھتے ہیں

ومن تعظيمه عمل المولد إذا لم يكن فيه منكر. قال الإمام السيوطي قدّس سره : يستحب لنا إظهار الشكر لمولده عليه السلام.

"اور میلاد شریف منانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں سے ہے جب کہ وہ منکرات سے پاک ہو۔ اِمام سیوطی نے فرمایا ہے : ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتِ باسعادت پر اِظہار شکر کرنا مستحب ہے۔"
إسماعيل حقي، تفسير روح البيان، ٩ :

আর মীলাদ অনুষ্ঠান উদযাপন করা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তাজীম ও সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হবে, যখন এতে কোন রকম নিন্দনীয় বস্তুর বা কর্মের সংমিশ্রণ না থাকবে। ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) বলেছেন, আমাদের জন্য

SonarMadina.Com

Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সৌভাগ্যপূর্ণ বেলাদতের ওপর শোকরগুজারী প্রকাশ করা মোস্তাহাব।

শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দীছে দেহলবী (রহঃ)

لايزال اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده صلى الله عليه وسلم يعملون الاولائم ويتصدقون فى لياليه بانواع الصدقات ويظهرون السرور ويزيدون فى المبرات ويعتنون بقراءة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم ومما جرب من خواصه انه امان فى ذالك العام وبشرى عاجلة نبيل البغية والمرام فرحم الله امرأ اتخذ ليالى شهر مولده المبارك اعيادا ليكون اشد علة على من فى قلبه مرض وعناد ولقد اطنب ابن الحاج فى المدخل فى انكار على ما احدثه الناس من البدع والهواء والغناء بالالات المحرمة عند عمل مولد الشريف فالله تعالى يثبت على قصده الجميل ريسلك بنا سبيل السنة فانه حسبنا ونعم الوكيل-

মুসলমানেরা সর্বদা রবিউল আউয়াল মাসে মাহফিল করে এবং উপস্থিত লোকজনকে পানাহার করায়। আর হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম রাতে সদকা দান করে এবং খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করে। আর অনেক অনেক পূন্যময় কাজ করে। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্ম কাহিনী সম্বলিত বর্ণনা সমূহ পাঠ করে। এর ফলে তাদের প্রতি সাধারণ ভাবে বরকত প্রকাশ পায়। মীলাদ অনুষ্টান করার অনেক বৈশিষ্টের মধ্যে একটি পরীলক্ষিত বৈশিষ্ট্য হল এই যে, ঐ বছর সর্বদা সব স্থানে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান থাকে। মীলাদ অনুষ্টান মকসুদ হাসিলের জন্য সুসংবাদ বিশেষ। যারা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্ম রাতটিকে উৎসব করে তোলে আল্লাহ তাদের প্রতি রহমত বর্ষন করেন। আর যাদের অন্তরে হিংসা বিদ্বেষের ব্যধি আছে, তাদের প্রতি এই আনন্দ উৎসবটি দুঃখ কষ্টের কারনে পরিণত হয়। হাম্বালী মাযহাবের ইসলামী চিন্তাবিদ ইবনুল হাজ তার মাদখাল গ্রন্থে তাদের প্রতি ভৎসনা করেছেন যারা মীলাদ অনুষ্টানের মধ্যে বিদআত ও মনগড়া কাজ কর্ম করে এবং নিষিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান বাজনা করে। যারা সৎ উদ্দেশ্যে ও নেক নিয়তে

মীলাদ অনুষ্টান করে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা এ কর্মের উপর প্রতিষ্টিত রাখুন। আর আমাদেরকে সুন্নাতের পথে পরিচালিত করুন। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর উত্তম কর্মবিধায়ক। ('মা সাবাতা বিসুন্নাহ ফী আইয়ামিস সুন্নাহ' আদদুররুল মুনাজ্জাম)

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ)

اخبرنى سيدى الوالد قال كنت اصنع فى ايام المولد طعاما صلة بالنبى صلى الله عليه وسلم فلم يفتح لى سنة من السنين شيء اصنع به طعاما فلم اجد الا حمصا مقليا فقسمت بين الناس فرايته صلى الله عليه وسلم وبين يديه هذا الحمص- وافادنى ايضا مولانا الموصوف عليه رحمة الله الرؤف فى فيوض الحرمين وكنت قبل ذالك بمكة المعظمة فى مولد النبى صلى الله عليه وسلم فى يوم ولادته والناس يصلون على النبى صلى الله عليه وسلم ويذكرون ارهاصاتة التى ظهرت فى ولادته ومشا هده قبل البعثة فرايت انوارا سطعت دفعة واحدة لا قول انى ابر كتها ببصر الجسدولا اقول ادركتها ببصر الروح والله اعلم كيف الامر بين هذا وذالك فتاملت تلك الانوار فوجدتها من قبل الملائكة الموكلين بامثال هذه المشاهد وبامثال هذاه المجالس ورايت يخالط انوار الملائكة انوار الرحمة-

আমার সম্মানিত পিতা আমাকে জানিয়েছেন যে আমি হুযূর (সাঃ) এর জন্ম দিনে খাদ্য সামগ্রী তৈরী করে তা হুযূর (সাঃ) এর জন্য হাদিয়া সরুপ পাঠাতাম। কোন এক বছর আমার আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় আমি কোন খাদ্য সামগ্রী তৈরী করতে পারলাম না। আমার ঘরে সামান্য চানাবুট ব্যতীত আর কিছু ছিলনা। অবশেষে তা যেন লোকদের মধ্যে বিতরন করলাম। আমি রাত্রে সপ্নে দেখলাম যে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে চানা বুট রাখা হয়েছে। হযরত মাওলানা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেছে (রহঃ) তার "ফুয়ুযুল হারামাইন গ্রন্থে আরো লেখেন, আমি এর পূর্বে পবিত্র মক্কায় হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম স্থানে। মীলাদ অনুষ্টানে উপস্থিত ছিলাম। ঐ অনুষ্টানে

SonarMadina.Com

Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

লোকেরা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরুদ পাঠ করেছেন। আর তাঁর জন্মকালে যে সব মুজিযা প্রকাশ পেয়েছিল এবং নবুওয়াত লাভ করার পূর্বে প্রকাশিত মুজিযা সমূহ আলোচনা করেছিলেন। হঠাৎ আমি এক উজ্বল নূর অবলোকন করলাম। আমি বলতে পারছিনা যে, এ নূর মানবীয় দৈহিক চোখে অবলোকন করছি, না আধ্যাত্মিক চোখে অবলোকন করছি তা আল্লাহ তায়ালা ভাল জানেন। ব্যাপারটি এ দুটির মধ্যে নিহিত। অতপর আমি গভীর ধ্যানে মগ্ন হলাম। অবশেষে আমি বুঝতে পরলাম এগুলো ফেরেস্তাদের নূর, যারা এ ধরনের মজলিসে মুয়াক্কিল হিসেবে উপস্থিত হন। আমি ফেরেসতাদের নূর এবং রহমতের নূর মিশ্রিত অবস্তায় অবলোকন করলাম।

হযরত শাহ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দীসে দেহলবী (রহঃ)

وحضرت مولانا جناب شاه عبد العزيز صاحب قدس سره درجواب سائلی که استفسار ازمجلس محرم ومرثیه خوانی نموده افاده فرموده که درتمام سال دو مجلس درخانه فقیر منعقد میشود مجلس ذکرمولودشریف ومجلس ذکر شهادت حسنین اول که مردم روز عاشوره بایدکرد روز بیش ازین قریب چهار صدیا پانصد کس بلکه قریب هزار کس و زیاده ازان فرابم می ایند ودرود میخواند ازان که فقیر اید می نشیند وذکرفضائل حسنین که درحدیث شریف واردشده دربیان می اید وانچه دراحادیث اخبار شهادت این بزرگان وتفصیل بعض حالات بدمالی قاتل ایشان واردشده نیزبیان کرده میشود درین ضمن بعض مرثیه ها ازغیر مردم یعنی جن وپری که حضرت ام سلمه ودیگر صحابه شنیده –

اند– نیز مذکورکرده میشود وخوابهلی متوحش که حضرت عباس و دیگر صحابه دیده اند ودلالت بر فرط اندوه بروح مبارك حضرت جناب رسالتماب میکنند مذکور میشود– وبعدازان ختم قران وینج ایت خوانده برما حضر فاتحه نموده

می اید ودرین بین اگر شخصی خوش الحان سلام میخواند یامرثیه مشروع کثر حضارمجلس واین فقیررا بم رقت وبکا لاحق میشود اینست قدری که بعمل می ایدپس اگر این چیزبا نزدفقیر بهمین وضع که مذکورشد جائزنمی بود– اقدام بران اصلانمیکرد باقیمانده مجلس مولودشریف پس حالش اینست که بتاریخ دوازدهم شهرربیع الاول بمین که مردم موافق معمول سابق فرام شدند ودرخواندن درود مشغول گشتند فقیرمی اید اولا بعضح از احادیث فضائل انحضرت صلعم مذکور میشود بعد ازان ذکرولادت باسعادت ونبذی ازحال رضاع وحلیه شریف وبعضی ازاثار که دربن ا وان بضهورامد بمعرض بیان می اید پشتربرما حضر ازطعام یاشیرینی فاتحه خوانده تقسیم ان بحاضرین مجلس میشود وعلاوه بران زیارت موئی مبارك انحضرت صلعم نیز معمول قدیم است– انتهی–

হযরত শাহ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলবী (রহঃ) মুহাররাম মাসের অনুষ্টান এবং মরছিয়াখানি (শোক গাতা পাঠ) সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তির জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেন, সারা বছরের এ ফকিরের (আমার) বাড়িতে দুটি মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। একটি হচ্ছে মীলাদ শরীফের আলোচনা অনুষ্টান, আর অপরটি হচ্ছে শাহাদাতে হাসনাইন (রাঃ) এর আলোচনা অনুষ্টান। প্রথম মজলিসে আশুরার দিন চার শত বা পাঁচ শত বরং প্রায় হাজার লোকের সমাগম হয়। সে মজলিসে দুরুদ শরীফ পাঠ করা হয়। আমিও রাতে মজলিসে উপস্থিত হয়ে বসি। আর হযরত হুসাইন (রাঃ) সম্পর্কে হাদীসে যে সব ফজিলত বর্ণিত হয়েছে মজলিসে তাও বর্ণনা করা হয়। আর হযরত হুসাইন (রাঃ) এবং তার সাথীদের শাহাদত লাভের সম্পর্কে ও কিছু কিছু হাদীস বর্ণনা করা হয়। আর তাদের হত্যাকারীদের খারাপ পরিণতি সম্পর্কে ও বলা হয়। এ উপলক্ষে জ্বিন পরী থেকে হযরত উম্মে সালমা ও অন্যান্য সাহাবীগণ যে শোক গাতা শুনেছেন তারও কিছু কিছু আবৃতি করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সহ অন্যান্য সাহাবীগণ যে বিস্ময়কর অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন তাও আলোচনা করা হয়। আর হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম

SonarMadina.Com
Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

যে, এ হৃদয় বিদারক ঘটনায় মর্মাহত হয়েছেন তা ও আলোচনা করা হয়। এরপর কোরআন মজীদ খতম করা হয় এবং পাঁচটি আয়াত পাঠ করে উপস্থিত লোকদের রুহের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা হয়। এর মাঝে কোন ব্যক্তি সুললিত কণ্ঠে সালাম পাঠ করলে অথবা (মরছিয়াহ) শোক গাতা পাঠ করলে উপস্থিত লোকদের ও এ ফকিরটির মনটি কোমল হয়ে মহব্বতের আবেগে নয়ন যোগল অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে এবং কান্নায় অস্তির হয়ে যায়। এ ধরণের আরো অনেক পূণ্যময় কাজ করা হয়। অতএব এ কাজগুলো যদি বানোয়াটি ও শরীয়ত গর্হিত কাজ হলে এ ফকীরের কাছে তা বৈধ হত না এবং আদৌ তা সমর্থন করতাম না। এখন আসুন মীলাদ শরীফের আলোচনায়। বারই রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখ লোকজন পূর্ব আভ্যাস মাফিক আমার বাড়িতে এসে সমবেত হয় এবং দুরুদ শরীফ পাঠে তারা মশগুল হয়। আর এ ফকির ও দুরুদ শরীফ পাঠে তাদের সাথে শামিল হয়। প্রথমতঃ হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস সমূহের কিছু কিছু বর্ণনা করা হয়। অতপরঃ হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম বৃত্তান্ত ঘটনাবলী, তার দেহ আবয়বের গঠন আকৃতি, দুগ্ধপান কালীন কিছু অবস্থা ও ঘটনাবলী সহ কিছু-কিছু হাদীসও বর্ণনা করা হয়। অতপর উপস্থিত লোকজনের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী এবং ফাতিহার নিয়তে শিরনি এবং মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। এরপর পুরানো দস্তর অনুযায়ী সব শেষে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুল মোবারক সবাইকে দেখানো হয়।

দারুণ উলুম দেওবন্দের ফতোয়া

السوال الواحد والعشرون

اتقولون ان ذكرولا دته صلى الله عليه وسلم مستقبح شرعا من البدعت السيئة المحرمة ام غير ذلك

একবিংশ জিজ্ঞাসাঃ- রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভ জন্ম আলোচনা বা মীলাদ শরীফ পাঠকে আপনারা বিদআতে সাইয়িআ মুহাররামাহ (মন্দ বিদআত যা হারাম) হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকেন কী না?

الجواب

حاشا ان يقول احد من المسلمين فضلا ان تقول نحن ان ذكرولادته الشريفة عليه الصلوة والسلام بل وذكر غبار نعاله

وبول حماره صلى الله عليه وسلم مستقبح من البدعات السيئة المحرمة فالاحوال التى لها ادنى تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها من احب المندوبات و اعلى المستحبت عندنا سواء كان ذكر ولادته الشرفة او ذكر بوله وبرازه وقيامه وقعوده و نومه ونبهته كما هو مصرح فى رسالتنا المسماة با البراهين القاقطعة فى مو اضع شتى منها و فى فتاوى مشائخنا رحمهم الله تعالى كما فى فتوى مولانا احمد على المحدث السهارنفورى تلميذ الشاه محمد اسحق الدهلوى ثم المهاجر المكى ننقله مترجما لتكون نمونة عن الجميع سئل هو ر حمه الله تعالى عن مجلس الميلادبای طريق يجوزو بای طريق لايجوز فاجاب بان ذكر الولادة الشريفة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بروايات صحيحة فى اوقات خالية عن وظائف العبادات الواجبات وبكيفيات لم تكن مخالفة عن طريقة الصحابة واهل القرون الثلاثة المشهود لهابالخير وبالاعتقادات التى موهمة بالشرك والبدعة وبالاداب التى لم تكن مخالفة عن سيرة الصحابة التى هى مصداق قوله عليه السلام ما انا عليه واصحابى وفى مجالس خالية عن المنكرات الشرعية موجب للخير والبركة بشرط ان يكون مقرونا بصدق النية و الاخلاص واعتقاد كونه داخلا فى جملة الاذكار الحسنة المندوبة غير مقيدبوقت من الاوقات فاذا كان كذلك لا نعلم احدا من المسلمين ان يحكم عليه بكونه غير مشروع اوبدعة الى أخر الفتوى فعلم من هذا انالا ننكر ذكرولا دته الشريفة بل ننكرعلى الامور المنكرة التى انضمت معها كما شاهد تموها فى المجالس المولو دية التى فى الهند من ذكر الرو ايات الواهيات الموضو عة

SonarMadina.Com

Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

واخـــتلاط الرجـــال و النـــساء والاســـر اف فـــى ايقـــاد الـــشموع والتزيينات و اعتقاد كونه واجبا با لطعن والـــسب و التكفيـــر علـــى من لم يحضر معهم مجلسهم وغير هـــا مـــن المنكـــرات الـــشرعية التى لا يكاد يوجد خاليا منها فلـــو خـــلا مـــن المنكـــرات حاشـــا ان نقول ان ذكر الولادة الشريفة منكرو بدعـــة وكيـــف يظـــن بمـــسلم هذا القول الشنيع فهذا القول علينا ايضا مـــن افتـــراء ات الملاحـــدة الدجالين الكـــذابين خـــذلهم الله تعـــالى ولعمـــنهم براوبحراســـهلاو جبلا-

উত্তর: রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক বেলাদতের আলোচনা বা মীলাদ শরীফ পাঠ এমন কী তাঁর পাদুকা সংশ্লিষ্ট ধূলি অথবা তাঁর বাহন গাধাটির প্রশ্রাব-পায়খানা মুবারক আলোচনাকে আমরা কেন কোন সাধারণ মুসলমান বেদআতে মুহররমা বা হারাম বলতে পারেনা। না তা আমরা কখনো বলিনি, বলিওনা।

ঐ সব অবস্থা যার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রয়েছে তার আলোচনা আমাদের মতে অধিকতর পছন্দনিয় ও উন্নতমানের মুস্তাহাব ~~[illegible]~~। হোক তা তার পেশাব পায়খানা, তাঁর দাঁড়ানো বা বৈঠক, স্বপন অথবা জাগরণ যা কিছুই হোক তার সবকিছুই আমাদের কাছে নিতান্ত উন্নতমানের মুস্তাহাব কাজ বলে পরিগণিত। এসবের বিস্তর বর্ণনা আমাদের রচিত 'বারাহিনে কাতেআ' শীর্ষক গ্রন্থের সর্বত্রই আলোচিত হয়েছে। যেমন আমাদের পূর্বসূরীগণ তাদের ফাতওয়ায় যেমন মাওলানা সাহারানপুরী যিনি শাহ মোহাম্মদ ইছহাক দেহলভী এর শিষ্য এবং ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ.)-এর শিষ্য আহমদ আলী সাহারানপুরী আরবী ফতওয়া আমরা অনুবাদ করে প্রকাশ করেছি। যা আমাদের সকল লেখনীর মডেল বলে মনে করি।

মাওলানা সাহেবকে কেউ না কি প্রশ্ন করেছিল? মীলাদ শরীফের মাহফিল কোন রূপরেখায় জায়েয? তদুত্তরে তিনি লিখেন যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ মাহফিল যদি ফরজ ওয়াজিব ইবাদতের সময় ব্যতিরেকে বিশুদ্ধ রেওয়ায়াত সমূহের মাধ্যমে সাহাবায়ে কিরামসহ কুরুনে সালাসা বা উত্তম তিন যুগের বিপরীতমুখী বা পরিপন্থী না হয় (যে যুগ উত্তম যুগ হিসেবে অভিহিত)

সে যুগ সমূহ কুরনে সালাসা বলে অভিহিত) শিরকের সাথে সম্পর্কিত কোন আকীদা সংশ্লিষ্ট না হয়, সাহাবায়ে কিরামের আদাব বা শিষ্টাচার পরিপন্থী না হয়, তবে তা মুস্থাহাব হওয়া ব্যতিরেকে অন্যতা হবার কোন অবকাশ নেই। কেননা তারাইতো মাপকাটি বা মেছদাক? কেননা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন তাই সঠিক যার ওপর আমি ও আমার সাহাবাগণ রয়েছে। আবারও পরিষ্কার ভাষায় আমরা বলব, বিশুদ্ধ নিয়্যাত ও আক্বীদায় শরীয়ত নিষিদ্ধ কার্যাবলী ব্যতীত যে মাহফিলে মীলাদ শরীফসহ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কোন অবস্থা ও কার্যাবলীর যে কোন আলোচনা যদি শর্তমুক্ত সময়ে আলোচিত হলে এমন কাজের বিরোধিতা আমরা করি না বরং শরীয়ত বিরোধী এমন কাজ যদি কোন মাহফিলে করা হয় আমরা শরীয়ত বিরোধী কার্যাবলীরই বিরোধিতা করে থাকি। যেমন আমরা নিজেরাই দেখেছি হিন্দুস্থানের মীলাদ মাহফিলসমূহে উদ্ভট ও মওযু বর্ণনাসমূহের আলোচনা করা হয়। নারী পুরুষের সমবিহার থাকে। আলোক সজ্জা করা হয় এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিকতারও অপচয় করা হয় এবং এমন মাহফিল করা ওয়াজিব মনে করা হয় তারই সাথে যারা এমন মাহফিলে উপস্থিত হয় না তাদেরে গালাগালি এমন কি কাফের বলে আখ্যা দেয়া হয়। এছাড়াও আরও অনেক উদ্ভট বিষয়াবলীর সমাহার থাকে।

মীলাদ শরীফের মাহফিল যদি এমন কার্যাবলী ছাড়া অনুষ্ঠিত হয় তবে কেন আমরা নাজায়েয বা বিদআত বলব? এমন মন্দ কথা তো কোন মুসলমানর পক্ষে বলা সম্ভব নয়। এটা আমাদের প্রতি বিদ্বেষীদের একটা মিথ্যা অপবাদ মাত্র। আল্লাহ ওদের জলে স্থলে সর্বত্র ধ্বংস করুন।

দারুণ উলুম দেওবন্দে ফতোয়া

السوال الثانى والعشرون

هل ذكرتم فى رسالة ما ان ذكـــر ولادتـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم كجنم استمى كنيها ام لا؟

দ্বাবিংশ জিজ্ঞাসা

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীলাদ শরীফের মাহফিল বা তাঁর শুভ জন্মের মুবারক আলোচনাকে হিন্দুদের জন্মাষ্টমীর মত বলে আপনারা কী আপনাদের কোন রচনায় উল্লেখ করেছেন?

الجواب- هذا ايضا من افتراء ات الدجالة المبتد عين علينا و على اكابرنا وقدبينا سابقا ان ذكره عليه السلام من احسن المندوبات و

SonarMadina.Com

Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

افضل المستحبات فكيف يظن بمسلم ان يقول معاذ الله ان ذكرا الولادة الشريفة مشابه بفعل الكفار وانما اختر عوا هذه الفرية عن عبارة مولانا الكنكوهى قدس الله سره العزيز التى نقلنا هافى البراهين على صفحة ١٤١' و حاشا الشيخ ان يتكلم ومراده بعيد بمراحل عما نسبو اليه كماسيظهر عن مانذكروه هى تنادى باعلى نداء ان من نسب اليه ما ذكروه كذاب مفترو حاصل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فى مبحث القيام عند ذكر الولادة الشريفة ان من اعتقد قدوم روحه الشريفة من عالم الارواح الى عام الشهادة و تيقن بفس الولادة المنيفة فى المجلس المولودية فعامل ما كان واجبا فى الساعة الولادة الماضية الحقيقية فهو مخطئى متشبه با لمجوس فى اعتقادهم تولد معبودهم المعروف (بكنهيا) كل سنة ومعاملتهم فى ذلك اليوم ما عومل به وقت ولادة الحقيقة او متشبه بروافض الهند فى معاملتهم بسيدنا الحسين و اتباعه من شهداء كربلا رضى الله عنهم اجمعين حيث ياتون بحكاية جميع ما فعل معهم فى كربلاء يوم عاشوراء قولا وفعلافيبنون النعش والكفن والقبوروبدفنون فيها ويظهرون اعلام الحرب والقتال ويصبغون الثياب بالدماء وينو حون عليها و امثال ذلك من الخر افات كما لا يخفى على من شاهد احو الهم فى هذه الديار ونص عبارته المتعربة هكذا واما توجيهه (اى القيام) بقدوم روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم من عالم الارواح الى عالم الشهادة فيقومون تعظيماله فهذا ايضا من حماقاتهم لان هذا الوجه يقتضى القيام عند تحقق نفس الولادة الشريفة ومتى تتكرر الولادة فى هذه الايام فهذه الاعادة للولادة الشريفة مماثلة بفعل مجوس الهند حيث ياتون بعين حكاية ولا دة معبودهم (كنهيا) او مماثلة للرو افض الذين ينقلون شهادة اهل البيت رضى الله عنهم كل سنة (اىفعلا وعملا) فمعاذ الله ما فعلهم هذا حكاية للولادة المنيفة الحقيقة و هذه الحركة بلاشك وشبهة حرية باللوم

والحرمة والفسق بل فعلهم هذا يزيد على فعل اولئك فانهم يفعلونه فى كل عام مرة واحدة وهؤلاء يفعلون هذه المزخرفات الفرضية متى شاء واوليس لهذا نظير فى الشرع بان يفرض امريعامل معه معاملة الحقيقة بل هو محرم شرعا أه فانظروا يا اولى الالباب ان حضرة الشيخ قدس الله سره العزيز انما انكر على جهلاء الهند المعتقدين منهم هذه العقيدة الكاسدة الذين يقومون لمثل هذه الخيالات الفاسدة فليس فيه تشبيه لمجلس ذكر الولادة الشريفة بفعل المجوس والروافض حاشا اكابرنا ان يتفوهوا بمثل ذلك و لكن الظلمين على اهل الحق يفترون وبايات الله يجحدون-

উত্তর : বিদ্বেষী মহলের অপপ্রচারনা প্রসুত এও এক অপবাদ আমাদের ওপর আরোপিত করা হয়েছে। ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভ জন্মের মুবারক আলোচনা খুবই প্রিয় ও উঁচু মানের মুস্থাহাব একটি কার্য। এরপরও একজন মুসলানের পক্ষে এটা বলা কেমন করে সম্ভব যে মীলাদ শরীফের মাহফিল অনুষ্ঠান করা বিধর্মীদের অনুষ্ঠানের মত। আমাদের ধারণা, আমাদের ওপর এ অপবাদ মাওঃ গাংগুহীর ঐ উক্তির অতিরঞ্জন প্রসুত ফসল যা আমরা 'বারাহিনে কাতেআ' শীর্ষক গ্রন্থের ১৪১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছি। না কখনো মাওঃ গাংগুহী এমন উদ্ভট কথা বলেননি। তাঁর কথার মর্ম শতযোজন দূরে। যার বাস্তবতা আমাদের বর্ণনায় অচিরেই প্রকাশিত হবে এ অপপ্রচার কারীদের অপবাদ দুরীভূত হবে ইনশাআল্লাহ। যারা তার এ কথাকে এভাবে বিকৃত করে উল্লেখ করেছে তারা মিথ্যাবাদী ও অপবাদকারী নি:সন্দেহে।

মাওঃ গাংগুহী সাহেব, মীলাদ শরীফের মাহফিলে শুভজন্মের আলোচনার প্রাক্কালে কেয়াম অর্থাৎ দাঁড়িয়ে সালাত ও সালাম প্রসঙ্গে যা বলেছেন তার সার সংক্ষেপ হল :

যারা নিম্নলিখিত আকীদা পোষণ করে মীলাদ মাহফিলে শুভজন্মের মোবারক আলোচনাকালে দাঁড়ায় বা কিয়াম করে তাদের বেলায় প্রযোজ্য অন্যতায় নয় : আলোচনাকালে রূহে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মাজগত থেকে দুনিয়া আগমন করে এজন্য দাঁড়িয়ে সম্মান করা হয় বা কেয়াম করা হয়।অথবা মীলাদ মাহফিলের সময় এমন সব কাজ করা যা সত্যিকার জন্মের সময় করা হয়ে থাকে। এমন হলে তো অবশ্যই ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ ঐ ব্যক্তির কর্ম মজুসীদের সাথে সামঞ্জস্যবহ। মজুসী বা হিন্দুরা প্রতিবছরই তাদের খুনিরা বা

SonarMadina.Com

Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

শ্রীচৈতন্যের জন্মগ্রহণে বিশ্বাসী। এ কারণে তারা সত্যিকার জন্মের সময়ে যেসব কার্যাবলী নবজাতকের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে এ অনুষ্ঠানে এর সব কিছুই করে থাকে। হিন্দুস্থানের রাফেজীগণ অশুরার দিনে কারবালার শহীদগণ স্মরণে বাস্ত বাস্থব ঘটনা সাজিয়ে মূর্তি বানায়ে, কবর খুঁড়ে, দাফন করে, যুদ্ধ সাজিয়ে, কাপড় ছিঁড়ে, রক্ত ঝরিয়ে বিলাপ করে কার্যাবলী সম্পাদন করে এমন কাজ করে থাকে। সকল স্থরের মানুষই জানে এ উদ্ভট কার্যাবলীর কথা। তাই মাওঃ গাংগুহী সাহেব নিষিদ্ধ অবৈধ নাজায়েজ ঐসব কাজকে ও জন্মাষ্টমির সাথে তুলনা করেছেন। (এমন আকীদা না রেখে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা বা শুভ সংবাদের সম্মানে দাঁড়ানো বা কিয়াম করাকে তিনি নাজায়েজ বলেননি।)

মাওঃ গাংগুহী সাহেব তার উর্দু ভাষায় যা বলেছেন, তার (আরবী অনুবাদের) অর্থ হল : এ আলোচনার সময় আত্মাজগত থেকে নবীপাক লোক জগতে তশরীফ আনেন তাই উপস্থিত সকলে তাকে দাঁড়িয়ে সম্মান করেন তা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। কেননা তাতো সত্যিকারের জন্মসময়ে করা উচিত। কারণ জন্মতো একবারই হয়। পূনর্জন্মবাদ তো হিন্দুরাই বিশ্বাস করে। এমন করা তো তাদের কাজের সাথে সামঞ্জস্যের সামিল। তারা তাদের শ্রীচৈতন্যের জন্মকে প্রতি বছরই সত্যিকার মেনে নিয়ে তা উদযাপন করে। এদেশের রাফিজিয়া আশুরার ঘটনা নিয়েও এমন সব কাজ করে থাকে। আল্লাহ মাফ করুন বেদআতীদের এসব কাজ নিশ্চয়ই হিন্দু বা রাফেজীদের কাজের নামান্তর। তা সত্যিই হারাম অবৈধ নিন্দনীয় ও ফিসক বা নিলর্জ্জ পাপাচার বরং বেদআতীদের আচরণ রাফেজী বা হিন্দুদের চেয়ে অনেক বেশি নিন্দনীয় কেননা তারা প্রতি বছর একবারই এ অনুষ্ঠান করে। ফরয ভেঙ্গে এ অপচয়জনিত ক্রিয়াকর্ম করতে থাকে। শরীয়তে যার কোন অবস্থান নেই, যে কোন কাজকে শরীয়তের অবশ্য করণীয় ভেবে করা হবে। শরীয়তে এমন কাজ হারাম।

ওহে জ্ঞানীগণ! আপনারা গভীর ভাবে লক্ষ্য করুন! মাওঃ গাংগুহী সাহেব হিন্দুস্থানের জাহেলদের এসব কার্যাবলীকে অস্বীকার করেছেন যে, যারা উদ্ভট বিশ্বাসে মীলাদে কিয়াম করে। তাদেরই কার্যাবলী বা বিশ্বাস ঠিক নয়। এখানে কোনক্রমেই মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান বা কেয়াম করাকে রাফেজী বা হিন্দুদের কার্যাবলীর সাথে তুলনা করা হয়নি। না কখনো আমাদের বুযুর্গ এমন কথা বলেননি বরং তার প্রতি বিদ্বেষীগ এ অপবাদই রটাচ্ছে। যা সত্যিই নিন্দনীয়।

দেশে দেশে মিলাদ

মিসর ও সিরিয়া বাসীর মিলাদ

فاكثر هم بذالك عناية اهل مصر و الشام ولسلطان مصر فى تلك الليلة من العام اعزم مقام . قال ولقد حضرت فى سنه خمس وثمانين وسبعمائه لبلة المولد عند الملك الظاهر برقوق رحمة الله.... بقلعة الجبل العلية فرايت ماهالى وسرنى زما ساء نى وحررت ما انفق فى تلك الليلة على القراء و الحاضرين من الوعاظ والمنشدين و غيرهم من الاتباع والغلمان والخدام المترددين بنحو عشرة الاف مسقال من الذهب ما بين خلع و مطعوم ومشروب ومشموم وشموع وغيرها ما يستقيم به الضلوع. وعددت فى ذالك خمسا وعشرين من القراء الصيتين المرجوكونهم مثبتين ولا نزل واحد منهم الا بنحو عشرين خلعة من السلطان ومن الامراء الا عيان قال السخاوى قلت ولم يزل ملوك مصر خدام الحرمين الشريفين ممن وفقهم الله لهدم كثير من المناكير والشين ونظر وأ فى امر الرعية كالوالد لولده وشهروا انفسهم بالعدل فاسعفهم الله بجنده ومدده (المورد الروى فى مولد النبى ١٣)

মীলাদ মাহফীলে সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন মিসর ও সিরিয়াবাসি। মিসরের সুলতান প্রতি বছর পবিত্র বেলাদতের রাত্রে মিলাদ মাহফীলের আয়োজনের অগ্রনী ভূমিকা রাখতেন। ইমাম সামছুদ্দীন সাখাবী বর্ণনা করেন- আমি ৭৮৫ হিজরীতে মীলাদের রাতে সুলতান ববকুকের উদ্যেগে আলজবলুল আলীয়া নামক কিল্লায় আয়োজিত মীলাদ মাহফীলে হাজীর হয়ে ছিলাম। ওখানে আমি যা কিছু দেখেছিলাম, তা আমাকে হতবাক করেছে অসীম তৃপ্তি দান করেছে। কোন কিছুই আমার কাছে খারাফ লাগেনী। সেই পবিত্র রাতের বাদশাহের ভাষন, উপস্থিত বক্তাগনের বক্তব্য, কারীগনের তেলাওয়াতে কোরআন এবং নাত পাঠকারীগনের না'ত আমি সাথে সাথে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছি। এছাড়া উপস্থিত জনতা, শিশু ও নিয়োজিত সেবকদের মধ্যে প্রায় দশ হাজার মিছকাল (একশত ভরী) স্বর্ণ কাপড় ছোপড়, নানা প্রকারের পানাহার, সুগন্ধি বাতি এবং অনান্য জিনিস পত্র প্রদান

SonarMadina.Com

Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

করেন যেটা দ্বারা ওরা সাংসারিক জীবনে অনেকটা সচ্ছলতা অর্জন করতেন ঐ সময় আমি এমন পচিশঁ জন "কারী" বাছাই করেছি যাদের সুমিষ্ট কণ্ঠের জন্য অন্য সবের উপর তাদের স্থান দিয়েছি। তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যিনি বাদশাহ ও বাদশাহের বিশিষ্ট লোকদের কাছ থেকে প্রায় বিশটি বিশেষ পোষাক উপহার না নিয়ে মঞ্চ থেকে অবতরন করেছেন। ইমাম ছাখাবি বলেন, আমার চাক্ষুস বর্ণনা হচ্ছে, মিসরের বাদশাহগন যারা হরমাইন শরীফের খাদিম ছিলেন, তারা এসব লোকদের অর্ন্তগত ছিলেন। যাদেরকে আল্লাহ তাআলা অধিকাংশ দোসক্রটি প্রতিরোধে তৌফিক দান করে ছিলেন। তারা প্রজাদের সাথে এমন আচরন করতেন যেমন পিতা নিজ সন্তানের সাথে করে থাকে। তারা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা দ্বারা সুনাম অর্জন করে ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এ কাজে গায়বী সাহায্য করেন। (আল মাওলিদুর রাভী ১৯)

স্পেন ও পাশ্চাত্য দেশে মীলাদুন্নবী পালন

كيف كان ملوك الاندلس يحتفون بلمولد ؟ واما ملوك الاندلس والغرب فلهم فيه ليلة تثير بها الركبان يجتمع فيهاائمة العلماء الاعلام فمن يليهم من كل مكان و علوابين اهل الكفر كلمة الايمان. واظن اهل الروم لا يتخلفون عن ذالك اقتفاء بغيرهم من الملوك فيما هنالك الاحتفال في بلاد الهند وبلاد الهند تزيد على غيرها بكثير كما اعلمنيه بعض اولى النقد زالتحرير.(المورد الروى فى مولد النبى ١٣)

স্পেন ও পাশ্চাত্য দেশের শহরগুলোতে মীলাদুন্নবীর রাতে রাজা-বাদশাহগণ জুলুস বের করতেন, সেথায় বড় বড় ইমাম ও ওলামায়ে কেরামগণ অংশ গ্রহন করতেন। মাঝপথে বিভিন্ন এলাকা থেকে লোক এসে তাঁদের সাথে যোগ দিতেন এবং কাফিরদের সামনে সত্যে ও বানী তুলে ধরতেন। আমার যতটুকু ধারণ, রোমবাসীরাও কোন অংশে ওদের থেকে পিছপা ছিলনা। তারাও অনান্যা বাদশাহগনের মত মীলাদ মাহফীলের আয়োজন করতেন। হিন্দুস্থান শহরগুলোতে মীলাদুন্নবীর প্রসংগে উচ্ছস্থরের ওলামায়ে কেরাম ও বিশিষ্ট লিখকগন আমাকে বলেছেন যে হিন্দুস্থানের লোকেরা অন্যান্য দেশের তুলনায় অধীক ব্যাপক হারে এ পবিত্র ও বরকতময় দিনে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন।

মক্কা বাসীর মীলাদ মাহফীল

قال السخاوى واما اهل مكة معدن الخير والبركة فيتوجهون الى المكان المتواتر بين الناس انه محل مولده وهو فى سوق الليل رجاء بالوغ كل منهم بذالك المقصد ويزيد اهتمامهم به على يوم العيد حتى قل ان يتخلف عنه احد من صالح وطالح ومقل وسعيد سيما الشريف صاحب الحجاز بدون توار وحجاز قلت الان سيماء الشريف لاتيان ذالك المكان ولا فى ذالك الزمان قال وجود قاضيها وعالمها البرهانى الشافعى اطعام غالب الواردين وكثيرمن القاطنين المشاهدين ف اخر الاطعمنه والحلوى. ويمد للجمهور فى منزله صبحتها سماطا جامعا رجاء لكشف البلوى. وتبعه ولده الجمالى فى ذالك للقاطن والسالك قلت اماالان فما بقى من تلك الاطعمة الا الدخان ولا يظهرمما ذكر الابريح الريحان فالحال كما قال.(المورد الروى فى مولد النبى ١٥) اما اخيام فانها كخيامهم سوارى نساء الحى غير نسائهم.

ইমাম সাখাবি (রহঃ) বলেন মক্কাবাসি কল্যান ও বরকতের খনি। তারাঁ সেই প্রসিদ্ধ পবিত্র স্থানের পতি বিশেষ মনোনিবেশ করেন, যেটা নবী করিম (সাঃ) এর জন্ম স্থান। এটা 'সাউকুল লাইলে' অবস্থিত। যাতে এর বরকতে প্রত্যেকের উদ্দ্যশ্য সাধিত হয়। এসব লোক মীলাদুন্নবীর দিন আরও অনেক কিছুর আয়েজন করে থাকেন। এ আয়েজনে আবেদ, নেককার,পরহিজগার, দানবীর কেউ বাদ যায় না। বিশেষ করে হেজাজের আমির বিনা সংকোচে সানন্দে অংশ গ্রহন করেন এবং তাঁর আগমন উপলক্ষে ঐ জায়গায় এক বিশেষ নিশান তৈরী করা হতো। প্রথম যোগে এটা ছিল না। পরবর্তীতে এটা মক্কার বিছারক ও বিশিষ্ট আলেম আল- বুরহানিশ শাফেয়ী মীলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে আগত যিয়ারতকারী খাদেম ও সমবেত লোকদেরকে খানা ও মিষ্টি খাওয়ানোকে পছন্দনীয় কাজ বলে রায় দিয়েছেন। হেজাজের আমির (মীলাদুন্নবীর উপলক্ষে স্বীয় আবাসগৃহে সাধারণ লোকদের জন্য ব্যাপক পানাহারের ব্যবস্থা করতেন যেন এর বদৌলতে বিপদ আপদ বালা মুসিবত দুরিবুত হয়ে যায়। তাঁর ছেলেও খাদেম ও মুসাফিরদের

SonarMadina.Com

Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

বেলায় স্বীয় পিতার অনুসারী ছিলেন। এ সব খানাপিনার মধ্যে কোন কিছু বাদ যেতনা কেবল ধুমপান ছাড়া। আর এ সব খানাপিনার মধ্যে নানা ফুলের সুগন্ধ ভরপুর থাকতো। অবস্থাটা ছিল জনৈক কবির কবিতার মত-

. اما اخيام فانها كخيامهم -وارى نساء الحى غير نسائهم.

অর্থাঃ তাবু তো ওসব তাবুর মতোই কিন্তু আমি দেখতেছি সে গোত্রের মহিলাগন এ সব মহিলা থেকে অনেক ভিন্ন।

মদীনা বাসীর মীলাদ মাহফীল

ولا هل المدينه....كثرهم الله تعالى به احتفال وعلى فعلة اقبال وكان للملك المظفر صاحب اربك بذالك فى ها اتم العنايه و اهتماما بشانه جاوز الغايه فاثنى عليه به العلامه ابو شامه احد شيوخ النووى السابق فى الا ستقامه في كتابه الباعث على البدع والحوادث وقال مثل هذا الحسن يندب اليه ويشكر فاعله ويثنى عليه زاد ابن الجزرى ولولم يكن فى ذالك الا ارغام الشيطان وسرور اهل الايمان قال يعنى الجزرى واذاكان اهل الطلب اتخذوا ليلة مولد نبيهم عيدا اكبرفاهل الاسلام اولى بالتكريم واجدر.(المورد الروى فى مولد النبى- ١٥)

মদীনা বাসিগনও মীলাদ মাহফীলের আয়েজন করতেন এবং অনুরুপ অনুষ্ঠানাদি পালন করতেন। বাদশাহ মোজাফ্ফর শাহ আরিফ অধিক আগ্রহি এবং সীমাহীন আয়োজনকারী ছিলেন। আবু শামা যিনি ইমাম নববীর অন্যতম উস্তাদ এবং বিশেষ বুজর্গ ছিলেন, স্বীয় কিতাব আল বায়াছ আলাল কদয়ে ওয়াল হাওয়াদিছে' বাদশাহের প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন এরকম ভাল কাজ সমূহ তার খুবই পছন্দ এবং তিনি এধরনের অনুষ্ঠান পালন কারীদের উৎসাহদান ও প্রশংসা করতেন। ইমাম যাযরী এর সাথে আরও সংযোযন করে বলেন, এসব অনুষ্ঠানাদি পালন করার দ্বারা শয়তানকে নাজেহাল এবং ঈমানদারদের উৎসাহ উদ্দিপনা দানই উদ্দেশ্য হওয়া চাই। তিনি আর বলেন, যেহেতু ঈসায়ীরা তাদের নবীর জন্মের রাতকে খুব শান শওকতের সাথে পালন করে থাকে, সেহেতু মুসলমানগন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইজ্জত সম্মান করার অধিক হকদার এবং তাঁর জন্ম দিনে যতদূর সম্ভব আনন্দ আহলাদ প্রকাশ করা উচিত। (আল মাওলিদুর রাবী পৃষ্ঠা ১২)

কিয়ামের দলীল

প্রচলিত কিয়ামের রূপকার

বর্তমান প্রচলিত মীলাদ শরীফে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দরূদ শরীফ আর সালামের প্রচলন করেছিলেন বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুজতাহিদ, ইমাম ও এককালের প্রধান বিচারপতি শাইখুল ইসলাম আল্লামা ত্বকী উদ্দীন আবুল হাসান আলী আল্ সুবকী আশ শাফেয়ী। তিনি ৬৮৩ হিজরী সালে মিশরের মুনুফিয়া এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন এবং অসংখ্যা কিতাব লিখনীর মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের অসাধারণ খেদমত করে ৭৫৬ হিজরী দুনিয়া হতে পর্দা করেন। আল্লামা সুবকী (রহ:) যে মুজতাহিদ ছিলেন এ কথার উপর কারও দ্বিমত নেই। এ কথাও সত্য যে, ইমাম সুবকীর দরবারটি ছিল তৎকালীন যুগের বড় বড় আলেম-উলামাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ। একদিন তাঁর দরবারে অসংখ্য বিচারক, উলামা এবং সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকেদের সমাবেশ ঘটেছিল। ইত্যবসরে একজন আশেক নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম পাঠ করছিলেন। আর না'তটির লেখক হচ্ছেন সেযুগর হাস্সান নিব সাবিত হযরতুল আল্লামা ইয়াহয়াহ ইবনে ইউসুফ আল আনসারী আল ছরছারী আল হাম্বলী (রহ:)। আর না'তটির লেখক হচ্ছেন সে যুগের হাস্সান বিন সাবিত হযরতুল আল্লামা ইয়াহইয়াহ ইবনে ইউসুফ আল আনসারী আল ছরছারী আল হাম্বলী (রহ:)। (তিনি ৬০৬ হিজরী শাহাদাত বরণ করেন, তিনি অন্ধ কবি ছিলেন)। যখন না'ত পরিবেশনকারী ঐ কবিতার শেষাংশে পৌঁছেন তখন আল্লামা সুবকী আবেগ প্রবণতায় ব্যাকুল হয়ে কবিতার ভাবার্থের সাথে তাল মিলিয়ে দাঁড়িয়ে যান। সাথে সাথে মজলিসে উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে যান। আল্লামা ছরছরী (রহ:)-এর আলোড়িত পংক্তিগুলো হচ্ছে-

قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب
على فضة من خط احسن من كتب
واان تنهض الاشرف عند سمعاه
قياما صفوفا او جثيا على اللاكب
اما الله تعظيما له كتب اسمه
على عرشه ما رتبه سمت الرتب

SonarMadina.Com

Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

অর্থাৎ ১. একজন সুন্দর হস্তশিল্পী রৌপ্যের পাতায় স্বর্ণের পানি দ্বারা যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রশংসা বা গুণগান অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেন, তবে তাও তাঁর মর্যাদার তুলনায় অতীব তুচ্ছ বা অপ্রতুল হবে।

২. আর তাঁর প্রশংসার কথা শুনে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বুযুর্গ ব্যক্তি সারিবদ্ধভাবে বা হাটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়; তবুও তাঁর মহান মর্যাদার তুলনায় তা অতি নগণ্যই।

৩. নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় হাবীবের সম্মানার্থে তাঁর মর্যাদাকে বুলন্দ করার নিমিত্তে তাঁর নাম মোবারক আরশে মুয়াল্লায় লিপিবদ্ধ করে লেখেছেন। হে হাবীব! আপনি কতইনা সু-উচ্চ-মর্যাদার অধিকারী।

কবিতার পংক্তিগুলো পাঠকালে উক্ত মজলিসে সকলের হৃদয়ে আবেগ আপ্লুত হলো।

আল্লামা জলীল হালভী (রহ:) বলেন-

ويكفى ذلك فى الاقتداء والعمل بعملـه فـا انـه كـان مـن كبـار الائمـة واساطين الامة ففعل مثله حجة اى حجة يتضح بها للعامل الحجة-

মীলাদ শরীফ পাঠে কিয়াম বা দাঁড়ানোর বৈধতার এবং তদনুযায়ী আমল করার জন্য ইমাম তক্বী উদ্দীন সুবকীর অনুকরণই যথেষ্ট। কারণ তিনি যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন এবং উম্মতে মুহাম্মদীর স্তম্ভ ছিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত এহেন মুহাব্বতপূর্ণ কাজ উম্মতের জন্য হুজ্জাত বা দলিল স্বরূপ। আর আল্লমকারী বা মান্য কারীর জন্য এর চেয়ে সুস্পষ্ট আর কি দলীল হতে পারে?

সুতরাং মীলাদ শরীফে কিয়াম এর প্রচলন বিশ্ববিখ্যাত একজন মুজতাহিদ, আলেমে দ্বীন আল্লামা তক্বীউদ্দীন সুবকী (রহ:)-এর উদ্ভাবিত মাসআলাসমূহের মধ্যে একটি। এরপর হতে অদ্যাবধি সকলের নিকট মুস্তাহাব বা মুস্তাহসান আমল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আর এই কিয়াম হচ্ছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লামার বিলাদাত স্মরণ পূর্বক সম্মানের জন্য দাঁড়ানো। যে কিয়ামে পাঠ করা দরূদ আর সালাম। মূলত দরূদ ও সালাম পাঠ হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার হুকুমের তামিল মাত্র।

ইমাম তকি উদ্দিন সুবুকী (রহ) এর এ আমল প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহব্বতের কারনে হয়েছিল। নিন্মের হদীস শরীফটি প্রণিধানযোগ্য -

عَـنْ عَائِـشَةَ اُمِّ الْمُـؤْمِنِيْنَ رَضِـى اللهُ عَنْهَـا قَالَـتْ مَـا رَاَيْـتَ اَحَـدًا مِـنَ النَّـاس كَـانَ اَشْبَهَ بِـالنَّبِىِّ صَلَّى الله عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ كَلَامًـا وَلَا حَدِيْثًا وَلَا جِلْسَةً مِنْ فاطِمَـةَ

قالت وكان النبى صلى الله عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَاَهَـا قَـدْ اَقبَلَـتْ رَحَّـبَ بِهَـا ثم قَام اليها فقبلها ثم اخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها فى مكامه وكانت اذا اتاها النبى صلى الله عليه وسلم رحبت به ثم قامت اليه فقبلته وانها دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم فى مرضه الذى قبض فيه فرحب وقبلها واسر اليها قبكت ثم اسر اليها قضحكت قفات للنساء ان كنت لارى ان لهذه المراة فضلا على النساء فاذا هى من النساء بينها هى تبكى اذا هى تضحك فسالتها ما قال لك؟ قالت انى اذا لتذرة فلما قبض النبى صلى الله عليه وسلم فقالت اسر الى فقال انى ميت فبكيت ثم اسر الى فقال انك اول اهلى بى لحوقا فسررت بذلك واعجبنى

৯৫৮. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, কথাবার্তায় উঠাবসায় ফাতিমার চাইতে নবী করীম (সা)-এর সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল আর কেউ ছিলেন না। তিনি আরও বলেন, নবী করীম (সা) যখন তাঁকে দেখতেন, তাঁকে খোশ-আমদেদ জানাতেন , তাঁর জন্য উঠে দাঁড়াতেন এবং তাঁকে চুম্বন দিতেন। অপরদিকে নবী করীম (সা) তাঁর নিকট গমন করলে তিনিও তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতেন এবং উঠে চুম্বন করতেন। নবী করীম (সা)-এর অন্তিম রোগের সময় তিনি তাঁর সদনে উপস্থিত হলেন। তিনি খোশ-আমদেদ জানালেন এবং তাঁকে চুম্বন করলেন এবং তাঁকে কী যেন কানে কানে বললেন ঃ এবার তিনি (ফাতিমা) হেসে । উঠলেন। আমি তখন উপস্থিত মহিলাগণকে লক্ষ্য করে বললাম, আমি মনে করতাম নারী জাতির মধ্যে এ মহিলাই অন্যান, কিন্তু এখন দেখতেছি ইনি একজন সাধারণ মহিলাই, কখনো তিনি কেঁদে ফেলেন, আবার কখনো হেসে উঠেন! (যার কোন অর্থই হয় না) তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কী বললেন? তিনি বলিলেনঃ আপাতত এ রহস্য আমি ফাঁস করতে পারব না।

আলোচ্য হাদীস শরীফ দ্বারা দুটি বিষয় সর্ম্পকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে হুযূর পাক (স) এর আগমনের সম্মানে ও তার প্রতি অত্যাধিক মহব্বত ও ভালবাসার করনে দাড়ানো হয়েছে। এখানে আগমনের চাইতে মহব্বতও ভালবাসা প্রধান্য রয়েছে।

বস্তুত মীলাদ শরীফে যখন তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লামা) পৃথিবী আগমনের সুসংবাদ বনর্ণা উপস্থাপনা করা হয় তখন ঈমানদারগণের হৃদয়ে একধরনে জজবা জউক ও সওক সৃষ্টি হয় বিনয়নবত খুজু খুশুর মাধ্যমে দাড়িয়ে সালাত ও সালাম পেশ করা হয়। সালাত ও সালামের সময় যে ধ্যান ধ্যারণা সৃষ্টি হয় তা পাঠক গণের ভিন্ন ভিন্ন ধ্যান ধারণা থাকে। যেমন সালাত ও সালামের সময় তারা সরাসরি রওদ্বা শরীফে নিজেকে উপস্থাপন করে সালাত ও সালাম ভেজে এবং বিশুদ্ধ আকিদা রাখে দুরুদ ও সালাম ফেরেস্তাগণ রওযা মোবারকে পৌছিয়ে দেন। কিছু দুরুদ ও সালাম পাঠক আছেন যে দীনের উলামায়ে কেরাম দাড়িয়ে পড়ছেন আমরাও পড়ছি আমাদের দুরুদ ও সালাম ফেরেস্তাগণ পৌছিয়ে দেন।

SonarMadina.Com
Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

অসংখ্য বর্নণা সূত্রে প্রমাণিত যে আল্লাহর এমন কিছু প্রিয় বান্দা যারা শরীয়ত সিকৃত নেক আমল গৃহে বা মজলিসে বসে করে এবং তাতে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রুহানী বা মিছালী সুরতে দেখার সৌভাগ্যে ধন্য হয়ে সময় উপযুক্ততায় বসে দাড়ীয়ে সালাত ও সালাম, ফরিয়াদ,ও হাদীস শরীফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন।

মহান আল্লাহ পাকের ঐ সকল মুমিনের কারামত যে (যারা মীলাদ শরীফের কিয়ামে) তারা রাসুল (সাঃ) এর রুহানী ও মিছালী-সুরতে অবলোকন করে সালাত ও সালাম পেশ করা বিশ্বাস যোগ্য ও আহলু সুন্নাত ও ওয়াল জামাতের আকিদা। কিন্তু এ আকিদা সাধারন পর্যায়ে এনে তা উপস্থাপনা অবতারণা করা অজ্ঞ লোকের মনের মধ্যে বিরাট খটকা সন্দেহ সংসয় সৃষ্টির নামান্তর।

কিয়াম সর্ম্পকে জানতে হলে পড়ুন মাফহাতুল আত্তারিয়া কৃত- মাওঃ আব্দুল আউয়াল জৈনপুরী (রহঃ) শীঘ্রই অনুবাদ হয়ে প্রকাশ হচ্ছে

পবিত্র মিলাদ শরীফ সম্পর্কে যারা গ্রন্থ প্রনয়ন করেছেন এবং ফতওয়া দিয়েছেন তাদের কিতাবের আংশিক নাম নিন্মে প্রদত্ব হলো।

হাফিজে হাদীস ইমাম আবুল ফয়েজ আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী হাম্বলী রহঃ (৫১০-৫৯৭ হিঃ) মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা। মাওলিদির রাসুল।

হাফিজ আবুল খাত্তাব বিন দেহইয়া রহঃ (৬৩৩-হিঃ) মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা। আততানবীর ফি মাওলিদিল বাসির ওয়ান নাযির।

ইমাম আবু শামা রহঃ ৬২৫ মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা। আল বায়িছ আলা ইনকারিল বিদয়ে ওয়াল হাওয়াদীস।

ইমাম ইমাদুদ্দীন ইবনে কছীর রহঃ (৭৭৪-হিঃ) শাফেয়ী মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা। মাওলিদিও রাসুল

হাফিজে হাদীস শামসুদ্দীন বিন জাযরী (রহঃ) ৭৩৪ মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা। আরফুত তারিফ বিল মাওলিদিশ মারিফ।

ইমাম ইবনে হজর আসকলানী (রহঃ) শাফেয়ী (৮৫২- হিঃ) মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা। মাওলিদিল কাবির।

ইমাম নববী (রহঃ) শাফেয়ী মিলাদ বিষয়ে ফতওয়া। সাখাবী (রহঃ) র" বর্ণনায়।

ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) শাফেয়ী (৯১১- হিঃ) মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা। হুসনুল মাকসিদ ফি আমালিল মাওলিদ।

ইমাম ইবনে হাজার কস্তুলানী (রহঃ) (-হিঃ) শাফেয়ী মিলাদ বিষয়ে ফতওয়া। মাওয়াহেবে লাদুনিয়া।

ইমাম মুল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) (১০১৪-হিঃ) হানাফী মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা। আল মাওলিদির রাওয়ী ফি মাওলিদিন নাবী।

হাফিজে হাদীস ইমাম জাইনুদ্দীন ইরাকী (রহঃ) ৮০৬-হিঃ) মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা। মাওলিদিল হানি ফিল মাওলিদিছ ছানি।

ইমাম জাফর বিন হোসাইন বরজিঞ্জী (রহঃ) (১১৭৭-হিঃ) মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা। ইকদুল জাওহার

হাফিজে হাদীস ইমাম ছাখাবী (রহঃ) (৯০২- হিঃ) মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা। যুযউ ফি মাওলিদিলশ শরীফ।

ইমাম নাসিরুদ্দীন দিমেশকী (রহঃ) শাফেয়ী (৮৪২-হিঃ) মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা। মাওরিদুস সাদি ফি মাওলিদিল হাদি।

হাফিজ ইবেন হজর হায়তমী (রহঃ) (৯৮৪-হিঃ) শাফেয়ী মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা। আন নিয়মাতুল কুবরা ও তাহবিরুল কালাম ফিল কিয়ামি ইনদা জিকরি সাইয়িদে উলদে আদম।

আল্লামা আলী ইবনে বুরহান উদ্দীন হালবী (রহঃ) মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা। সিরাতে হালবী।

আল্লামা আব্দুর রহমান সুফুরী (রহঃ) মিলাদ বিষয়ে ফতওয়া। নুজহাতুল মাযালিস

আল্লামা সদর উদ্দীন মাওহাব ইবনে উমর হাযরী শাফেয়ী (রহঃ) মিলাদ বিষয়ে ফতওয়া।

শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবী হানাফী (রহঃ) (১০৫২-হিঃ) মিলাদ বিষয়ে ফতওয়া। মা সাবাতা বিস সুনানাহ।

শাহ আব্দুর রহীম মুহাদ্দেসে দেহলবী হানাফী (রহঃ) (১১৩১-হিঃ) মিলাদ বিষয় আমল। ফুয়ুজুল হরামাইন।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী হানাফী (রহঃ) (১১৭৬-হিঃ) মিলাদ বিষয়ে ফতওয়া। ফুয়ুজুল হরামাইন

শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দেসে দেহলবী হানাফী (রহঃ) (১২৩৯-হিঃ) মিলাদ বিষয়ে ফতওয়া। উজালায়ে নাফেয়া।

শাহ ইসহাক মুহাদ্দেসে দেহলব হানাফী (রহঃ) (১২৬২হিঃ) মিলাদ বিষয়ে ফতওয়া। মিয়াতে মাসায়েল।

মুফতী মুহাম্মদ সাআদুল্লা হানাফী (রহঃ) মিলাদ বিষয়ে ফতওয়া। দুররুল মুনাজ্জাম (হতে)।

আল্লামা উছমান বিন হাসান দিমিয়াতী (রহঃ) মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা। ইসবাতে কিয়াম।

আল্লামা মাদলাকী (রহঃ) মিলাদ বিষয়ে ফতওয়া।

আল্লামা সাইয়্যিদ আহমদ যাইনী মক্কী (রহঃ) মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা। সিরাতুন নাবাবিয়া ওয়া আছারুল মুহাম্মদিয়া।

আল্লামা সিরাজ মালেকী (রহঃ) মিলাদ বিষয়ে ফতওয়া।

আল্লামা ইমাম আবু যায়েদ (রহঃ) মিলাদ বিষয়ে ফতওয়া।

আল্লামা সাইয়্যিদ মাযী আবুল আযায়েম আল মিসরী (রহঃ) মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা। আল ইহতেফাল বি মাওলিদি আম্বিয়া ওয়াল আউলিয়া।

আল্লামা আব্দুর রহমান সিরাজ হানাফী মক্কী (রহঃ) মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা। মুসতাযুল মুবতাদা।

আল্লামা শাহ কারামত আলী জৈনপুরী (রহঃ) (১২৯০-হিঃ) হানাফী হানাফী মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা। মুলাখ্খাস ও কারামাতে হারমাইন।

SonarMadina.Com

Click here & Subscribe us

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

আল্লামা শাহ আব্দুল আউয়াল জৈনপুরী হানাফী (রহঃ) (১৩৩৯-হিঃ) মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা। নুফহাতুল আম্বারিয়া লি ইসবাতিল কিয়াম ফী মাওলিদি খাইরিল বারিয়্যা। (মিলাদ বিষয়ক সর্বোত্তম গ্রন্থ)

শাহ ওয়াজী উদ্দীন রামপুরী (রহঃ) হানাফী মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা। মছলকে আরবাবে হক।

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরী মক্কী হানাফী (রহঃ) মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা। ফয়সালায়ে হাফত মাসায়েল।

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী হানাফী (রহঃ) (১৩০৪-হিঃ) মিলাদ বিষয়ে ফতওয়া। মজমুয়ায়ে ফতওয়া।

আল্লামা আবেদ হুসাইন হানাফী (রহঃ) দেওবন্দের প্রতিষ্টাতা মিলাদ বিষয়ে আমল। আদদুররুল মুনাজ্জাম।

ইয়াকুব নানতুবী হানাফী (রহঃ) মিলাদ বিষয়ে আমল। আদদুররুল মুনাজ্জাম।

আব্দুল হক এলাহাবাদী হানাফী (রহঃ) মিলাদ গ্রন্থ প্রণেতা। আদ-দুররুল মুনাজ্জাম।

ইমাম ইউসুফ বিন ইসমাইল নাবেহানী (রহঃ) মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা। তানজিমুল বাদিয় ফি মাওলিদিন নাবাবী।

আল্লামা সালামত উল্লাহ কাননপুরী হানাফী (রহঃ) মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা। আসবাউল কালাম ফি ইসবাতিল মাওলিদে ওয়াল কিয়াম।

আল্লামা রুহুল আমীন বশির হাটি হানাফী (রহঃ) (১৯৪৫-ইং) মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা। কিশোরগঞ্জের বহস।

মুফতী আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদে বরকতী হানাফী(রহঃ) (১৩৯৪-সন) মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা। সিরাজুম মুনির।

শাহ আবু বকর ফুরফুরা হানাফী (রহঃ) (১৫৬৫-বাংলা) মিলাদ বিষয়ে ফতওয়া। হাকিকতে দিন।

সাইয়্যিদ মুহম্মদ বিন আলাবী আল মক্কী (রহঃ) (২০০৫-হিঃ) মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা।

শাহ নেছার উদ্দীন হানাফী (রহঃ) (১৯৫২-ইং) মিলাদ বিষয়ে ফতওয়া।

আহমদ রেজাখান বেরলবী হানাফী (রহঃ) (১৩৪০-হিঃ) মিলাদ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা।

ফয়জুল হাসান ছাহারানপুরী হানাফী (রহঃ) মিলাদ বিষয়ে ফতওয়া। শেফাউস সুদুর।

মাওঃ হুসাইন আহমদ মাদানী হানাফী (রহঃ) মিলাদ বিষয়ে ফতওয়া। মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম।

মাও; আশরাফ আলী থানবী হানাফী (রহঃ) (১৩৬২-হিঃ) মিলাদ বিষয়ে ফতওয়া। ইমদাদুল ফতওয়া, ইসলাহুর রুসুম।

মাওঃ বশারাতুল্লা মোদিনি পুরী হানাফী (রহঃ) মিলাদ বিষয়ে ফতওয়া। হাকিকতে মুহাম্মদী ও মীলাদে আহমদী।

মুফতী আহমদ ইয়ার খান নইমী হানাফী (রহঃ) মিলাদ বিষয়ে ফতওয়া। জাআল হক।

আরো বই পেতে ভিজিট করুন

SonarMadina.Com

বাংলাদেশ আন্‌জুমানে আশেকানে মোস্তফা (দঃ)

SonarMadina.Com

Click here & Subscribe us